Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 26, 1432 Bangla, April 09, 2026, Thursday, No. 96, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, 40 million families in the country will be brought under 'Family Card' scheme in phases. (Jago FM: 16)

The Prime Minister has informed parliament that there are plans to introduce mid-day meals in all upazilas of the country. (Jago FM: 16)

Election Commission has announced schedule of election to reserved seats for women in 13th National Parliament, voting will take place on 12th May. (Jago FM: 16)

Health and Family Welfare Minister Sardar Md. Sakhawat Hossain has informed that government has collected suffient measles and rubella vaccines for children. (Jago FM: 17)

Bangladesh and India have held Foreign Minister level meeting in New Delhi --- Agreed to return back arrested individuals linked to killing of Sharif Osman Hadi to Bangladesh. (Jago FM: 18)

Thirteen Western countries, including UK, Canada, and Germany, have advised Bangladeshi citizens to be cautious while seeking services, including visa processing from their embassies to avoid Fraudery. (DW: 14)

A research by Asian Development Bank says converting the existing 1.3 million diesel-powered irrigation pumps in Bangladesh to solar pumps would save 400,000 tons of diesels annually. (DW: 13)

Bangladesh has welcomed temporary ceasefire between US and Iran in ongoing conflict in Middle East. (Jago FM: 19)

At least 254 people have ben killed in Israeli air strike in Lebanon. (Jago FM: 22)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২৬, বাংলা ১৪৩২, এপ্রিল ০৯, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ৯৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের চার কোটি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে 'ফ্যামিলি কার্ড'-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। (জাগো এফএম: ১৬)

দেশের সব উপজেলায় মিড ডে মিল চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংসদে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। (জাগো এফএম: ১৬)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ভোটের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন, ভোট গ্রহণ ১২ই মে। (জাগো এফএম: ১৬)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, সরকার শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। (জাগো এফএম: ১৭)

নতুন দিল্লিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত --- ওসমান হাদির হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেফতার ব্যক্তিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে ভারত সম্মত। (জাগো এফএম: ১৮)

যুক্তরাজ্য, কানাডা ও জার্মানিসহ পশ্চিমা বিশ্বের ১৩টি দেশ তাদের দূতাবাসগুলো থেকে ভিসাসহ বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের সতর্ক করেছে। (ডয়েচে ভেলে: ১৪)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে বিদ্যমান ১৩ লাখ ডিজেল চালিত সেচ পাম্পকে সৌর পাম্পে রূপান্তর করা গেলে বছরে চার লাখ টন ডিজেল সাশ্রয় হবে। (ডয়েচে ভেলে: ১৩)

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের সাময়িক অস্ত্রবিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। (জাগো এফএম: ১৯)

লেবাননে ইসরায়েলের ব্যাপক বিমান হামলায় অন্তত ২৫৪ জন নিহত। (জাগো এফএম: ২২)

বিবিসি

বাংলাদেশের তরুণরা হোঁচট খেলেও নেপালের তরুণরা কীভাবে সফল হলো?

গত মাসে নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বালেন্দ্র শাহ। একইসঙ্গে দেশটির পার্লামেন্টও এখন বহু তরুণ মুখে ভরপুর। নেপালের তরুণ প্রজন্মের মতো করে বাংলাদেশেও তরুণ প্রজন্মের উত্তাল বিক্ষোভ সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। তবে প্রায় দুই বছর হতে চললেও, বাংলাদেশ তরুণদের আন্দোলন এখন পর্যন্ত তেমন অর্থবহ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেশটিতে আন্দোলন-পরবর্তী প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এতে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ঐতিহাসিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের গড়ে তোলা দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মোটেই আশানুরূপ ফলাফল করতে পারেনি। অথচ নেপালের নির্বাচনে এর ঠিক উল্টো চিত্র দেখা গেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনের এক মাস পর সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি) বিপুল ভোটে জয় পায়, অথচ দলটির বয়স মাত্র চার বছর। এ জয়ে বেশ কয়েকজন জেন-জি রাজনীতিক পার্লামেন্টে জায়গা করে নেন। আর আরএসপির সঙ্গে জোট করা সাবেক র‍্যাপার বালেন্দ্র শাহ নেপালের নেতৃত্বে আসেন। এটি এশিয়ায় এক বিরল সাফল্যের গল্প। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এখানে অনেক জেন-জি আন্দোলন হলেও, নেপালের মতো তরুণদের সরাসরি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি।

দূর থেকে এসব দৃশ্য দেখে আক্ষেপ করেন বাংলাদেশের তরুণ আন্দোলনকারী উমামা ফাতেমা, যিনি ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া হাজার হাজার জেন-জি প্রজন্মের তরুণদের একজন। "ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীষণ হতাশ। নেপালের তরুণেরা যেভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে পেরেছে, তা দেখে নিজের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশ না হয়ে পারিনি," বলছিলেন উমামা ফাতেমা। উমামা আরও যোগ করেন, "বাংলাদেশ এমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি...আমরা আমাদের দেশকে সেভাবে সংগঠিত করে নতুন করে গড়ে তুলতে পারিনি- এটা উপলব্ধি করাটা স্বাভাবিকভাবেই হতাশাজনক।" কিন্তু কেন এক দেশে তরুণেরা সফল হলো, আর অন্য দেশে এতটা পিছিয়ে পড়ল? নেপালের তরুণ নেতারা বলছেন, তাদের এই সাফল্যের মূল কারণ ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পারা।

নেপালে আরএসপির প্রার্থী হিসেবে কৈলালি অঞ্চলে জয়ী কেপি খানাল বলেন, "দেশ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা নিয়ে দীর্ঘদিনের জমে থাকা গভীর ক্ষোভ সামনে নিয়ে এসেছিল জেন-জি আন্দোলন। সেইসঙ্গে জেন-জিদের ত্যাগ আর কণ্ঠস্বর মানুষের মনে গেঁথে যায়, যা তারা ভুলে যাননি।" কেপি খানাল মনে করেন, ধারাবাহিকতাও জয়ের ক্ষেত্রে বড়ো একটি কারণ। তিনি বলেন, "আমরা বারবার জবাবদিহিতা ও ন্যায়ের কথা তুলে ধরেছি, ধীরে ধীরে সেই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এটা শুধু পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য আন্দোলনে রূপ নিতে শুরু করে। এ আন্দোলনের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হয় এবং তারাও সেখানে যুক্ত হতে চায়।" দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ক্ষোভ, যা জেন-জি প্রজন্মের বিক্ষোভে প্রকট হয়েছিল, তা মূলত প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর দিকে ছিল। এতে অপেক্ষাকৃত নতুন দল আরএসপির প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ওয়েস্ট মিনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেমোক্রেসির পরিচালক নিতাশা কাউল বলেন, "নেপালে তিনটি প্রতিষ্ঠিত দলই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল। ফলে তরুণকেন্দ্রিক দল আরএসপি ও এর নেতারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছেন।"

দেশে দেশে সরকার উৎখাত করছে জেন-জি, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিবাদ কি স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারবে?

বালেন্দ্র শাহ ও আরএসপির জোট করা এবং দলটিতে বহু তরুণ কর্মী ও আন্দোলনের নেতাদের যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দলটির সাফল্যে বড় ভূমিকা রেখেছে। কারণ, তরুণ প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং বড় পরিসরে ভোটারের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিতে পেরেছিল আরএসপি। অনেকের মতে, এই জোট আরএসপিকেও সুবিধা দিয়েছে। দলটির নেতা রবি লামিচানে তহবিল তছরুপের অভিযোগে বিতর্কের মুখে পড়েন। তবে বালেন্দ্র শাহর সঙ্গে হাত মেলানোর মাধ্যমে দলটি সেই বিতর্ক কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কারণ, বালেন্দ্র শাহ-এর মতো জনপ্রিয় নেতাকে ঘিরে ভোটাররা একত্রিত হতে পেরেছেন। যদিও তার নিজের তেমন সংগঠিত কোনো দলীয় কাঠামো ছিল না। নেপালের রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমিশ মুলমির মতে, "দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে দলীয় সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি তরুণ নেতৃত্বাধীন দলকে নির্বাচনে বড়ো সাফল্য পেতে বিস্তৃত একটি দলীয় কাঠামো গড়ে তুলতে হয়, বিশেষ করে প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে।" গত বছরের জেন-জি আন্দোলনের পর বন্ধুদের কাছ থেকে নতুন দল গঠনের প্রস্তাব পাওয়ার সময় তরুণ কর্মী পুরুষোত্তম সুপ্রভাত যাদব ঠিক এই বিষয়ই মাথায় রেখেছিলেন এবং প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। বিবিসিকে যাদব বলেন, "নির্বাচনে জেতা কোনো সহজ বিষয় নয়। আন্দোলন গড়া আর নির্বাচনে জয় পাওয়া, দুটি ভিন্ন বিষয়।" যাদব আরও বলেন, "একটি রাজনৈতিক দল হুট করে গঠন করা যায় না, এর জন্য বড় কাঠামো দরকার। তখন আমাদের অর্থ জোগাড় করা ও সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ছিল। ঐ সময় আমাদের সেই সক্ষমতা ছিল না।" এর পরিবর্তে ২৭ বছর বয়সি পুরুষোত্তম সুপ্রভাত যাদব গত ডিসেম্বরে আরএসপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এ দলকে প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর তুলনায় নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করেন। দলটির দেশব্যাপী বিস্তৃত সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ছিল এবং দলের তালিকায় অনেক নতুন মুখ ছিল।

কাউল উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনে জয়ী হতে দীর্ঘমেয়াদি সাংগঠনিক কাজ প্রয়োজন। "একটা আন্দোলন মূলত আবেগ, হতাশা, ক্রোধ বা রাজনৈতিক শুদ্ধতার বোধ থেকে উদ্ভূত হয়, তা হয়ত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য ভালো, তবে নির্বাচনে জেতার জন্য তা যথেষ্ট নয়।" বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়, বিনয়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রীতিনীতি এবং লিঙ্গীয় শ্রেণিবিন্যাস প্রায়ই তরুণদের আন্দোলনকে সফল হতে বাধা দেয়। কিন্তু নেপালকে কাউল 'সাফল্যের একটি ভালো দৃষ্টান্ত' হিসেবে উল্লেখ করেন। কাউল বলেন, "তরুণ আন্দোলন তখনই বেশি কার্যকর হবে, যখন অভ্যন্তরীণ বিভাজন কম থাকবে। বিরোধ ছাড়াই মতাদর্শগত বৈচিত্র্য থাকবে এবং

নিজেদের সুবিধায় ব্যবহারের জন্য আন্দোলনের ফলাফলকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতো প্রতিষ্ঠিত দল কম থাকবে।" বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো অনুপস্থিত ছিল। জেন-জি আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের আধিপত্য ছিল। কাউল মনে করেন, এই অবস্থায় 'দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে' থাকা দলগুলো 'ভুক্তভোগী' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তার মতে, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে 'ক্ষমতাশক্তির বিরুদ্ধে আবেগকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা ভোগ করেছে।

সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের গবেষণা ফেলো ইমরান আহমেদ মনে করেন, এই দলগুলো নিজেদের সংস্কারমুখী হিসেবে উপস্থাপন করেছিল এবং তরুণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। তরুণ নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোর চেয়ে আরও ভালোভাবে বিক্ষোভের শক্তিকে গ্রহণ আর পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল। বিতর্কিত ও রক্ষণশীল দল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি তাদের জন্য আরও বড়ো ক্ষতির কারণ হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত তাদের অনেক তরুণ সমর্থক, বিশেষ করে নারীদের দূরে ঠেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত এনসিপি ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ছয়টি আসনে জিততে পেরেছে। দিল্লির এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ঋষি গুপ্তা বলেন, "বাংলাদেশে রক্ষণশীল শক্তির সঙ্গে জোট বেধে এনসিপি জেন-জি আন্দোলনের চেতনার চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে বেশি মনোনিবেশ করেছে। এর মধ্যদিয়ে ভোটারদের কাছে টানার যে সুবর্ণ সুযোগ তাদের হাতে ছিল, তা নষ্ট হয়েছে।" সময়টাও গুরুত্বপূর্ণ। ঋষি গুপ্তা মতে, বাংলাদেশের জেন-জি আন্দোলন ও নির্বাচন হওয়ার মধ্যে এক বছর ছয় মাসের যে ব্যবধানটা ছিল, তা আন্দোলনের গতির ওপর প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। অন্যদিকে, নেপালে নির্বাচন আয়োজন করতে মাত্র ছয় মাস সময় লেগেছিল।

বাংলাদেশের বিক্ষোভকারীরা যা করতে পেরেছেন, তা হলো পরিস্থিতিতে বড়ো পরিবর্তনের সূচনা করা। ইমরান আহমেদ বলেন, এসব বিক্ষোভ 'জাতীয় আলোচনাকে বদলে দিয়েছে'। তারা আলোচনাকে সংস্কারের প্রয়োজনের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছে। ফলে নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে একটি গণভোটও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অধিকাংশ মানুষ সংবিধান, সংসদ ও আইনি ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। নতুন বিএনপি সরকারও কাঠামোত সংস্কার আনার জন্য একটি ৩১ দফাবিশিষ্ট পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেছে। তবে কারো কারো মনে সংশয় থেকে গেছে। "অনেক ক্ষেত্রে তারা আওয়ামী লীগ আমলে নেওয়া কর্মসূচির ধাঁচেই কাজ করছে। নতুন সরকারের উচিত ছিল বাংলাদেশের তরুণদের জন্য চাকরি ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির দিকে আরও মনোযোগী হওয়া," বলেন উমামা ফাতেমা। উমামা ফাতেমা আরও বলেন, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। অনেক তরুণ এখন বিদেশে ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজছে। নির্বাচনের পর অনেকে রাজনীতি নিয়েও হতাশ। উমামা যোগ করেন, "তরুণদের মধ্যে বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে...এমনকি যারা এক সময় দেশে থাকতে চেয়েছিল, তারাও এখন সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছে। তরুণেরা যখন দেশের ভেতর ভবিষ্যৎ দেখছে না, তখন তারা রাজনীতিতে নিজেদের জায়গা কীভাবে খুঁজবেন? এটি এখন একটি বড়ো সমস্যা।"

তবে কিছু মানুষ আশা করে যে, সংসদে এনসিপির ছোটো আকারের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও, তার ওপর ভিত্তি করেই তারা তরুণ আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করতে পারবে এবং নিজেদের ভাবমূর্তি ফেরাতে পারবে। দলটি স্থানীয় নির্বাচনে কোনো জোটে না থেকেই প্রার্থী দিচ্ছে। এনসিপি নেতা ও জেন-জি আন্দোলনকারী রাহাত হোসেন বলেন, "আমি মনে করি, মানুষ এবার এই দলকে জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে বেশি গ্রহণ করবে।" রাহাত হোসেন আরও বলেন, "যদি এনসিপি মানুষের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়ায়, তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায় এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে, তবে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে।" তবে নেপাল ও বাংলাদেশের তরুণ বিক্ষোভকারীদের একটি লক্ষ্য বেশ স্পষ্ট। তারা পরিবর্তনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন। নেপালের নতুন জেন-জি পার্লামেন্ট সদস্যরা তাদের নতুন সরকারকে জবাবদিহির আওতায় রাখার অঙ্গীকার করেছেন। পুরুষোত্তম সুপ্রভাত যাদব বলেন, "আমরা এখন রাজপথ থেকে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছি। আমাদের জায়গা বদলেছে, কিন্তু এজেন্ডা নয়।" "দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান নেওয়া এবং রাজনৈতিক পরিচয় বা আত্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করাটা আমাদের মূল দাবি। যদি আমাদের নিজের দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, আমরা করব।"

বাংলাদেশের নতুন সরকার গণভোটের ফলাফল মেনে না চললে প্রয়োজনে আবার রাস্তায় বিক্ষোভে ফিরে আসবেন বলছেন এনসিপি নেতা রাহাত হোসেন। যারা এখন তাদের থেকে ১০ বছর ছোটো, তারাও আস্তে আস্তে নিজেদের আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে মনে করেন উমামা ফাতেমা। তিনি বলেন, "সম্ভবত বাংলাদেশের পরবর্তী বিক্ষোভের ধাপকে নেতৃত্ব দেবে জেনারেশন আলফা।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

'দিল্লি না ঢাকার' রেশ কাটিয়ে দিল্লি ও ঢাকা কি কাছাকাছি আসতে পারবে?

ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটা দীর্ঘ অস্বস্তিকর পর্বের পর ঢাকায় একটি নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং সেই সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এই প্রথমবারের জন্য দিল্লি সফরে এসেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের চলমান ভারত সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঠিক এই পটভূমিতেই আর ভারতও তার এই সফরকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিচ্ছে। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে দিল্লিতে এসে নামার পর রাতেই ড. রহমান একান্ত বৈঠকে দেখা করেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে। দু-জনে একসঙ্গে নৈশভোজও সেরেছেন। এরপর এদিন (বুধবার ৮ এপ্রিল) দিল্লিতে তার পরপর বৈঠক নির্ধারিত আছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আর পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে। গঙ্গা চুক্তি নবায়নের আলোচনা শুরু করা, গত দেড় বছরে প্রত্যাহার করে নেওয়া বাণিজ্য সুবিধাগুলোর পুনর্বহাল এবং বিদ্যমান চুক্তির আওতায় পাইপলাইনে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত জ্বালানি সরবরাহ- এই সব বিষয়ে বৈঠকগুলোতে আলোচনা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনও বিবৃতি বা হ্যান্ডআউট জারি করেনি। ফলে এই সফর নিয়ে ভারতের 'সরকারি অবস্থান' কী, তা

খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে সফরের ঠিক পরেই আগামীকাল (৯ এপ্রিল) ড. রহমান ও ড. জয়শংকর দিল্লি থেকে এয়ার মরিশাসের একটি বাণিজ্যিক বিমানে চেপে একসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দিতে যাচ্ছেন বলে বিবিসি জানতে পেরেছে।

কূটনীতিতে দুটো দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এভাবে লং হল বা দূরপাল্লার ফ্লাইটে একসঙ্গে যাত্রা করার ঘটনা বেশ বিরল, আর সে কারণেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে, দুই সরকারই একে অন্যকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিচ্ছে, পরস্পরকে 'বোঝার চেষ্টা করছে'। এদিকে দিল্লিতে ড. রহমানের সফরসঙ্গী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বুধবার দিল্লিতে ভারতের শাসক দল বিজেপির সদর দফতর পরিদর্শনে যাচ্ছেন। বিজেপি কার্যালয়ে দলটির বৈদেশিক শাখার প্রধান, ড. বিজয় চৌথাইওয়ালের সঙ্গে তার বৈঠক ও মতবিনিময় হবে বলেও জানা যাচ্ছে।

'দিল্লি না ঢাকার' রেশ কতটা পড়বে?

২০২৪-এর আগস্টে যে প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ঢাকায় টানা ষোলো বছরের আওয়ামী লীগ শাসনের অবসান ঘটেছিল, সেই আন্দোলনের অবশ্যই একটা ভারত-বিরোধী মাত্রা ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের কাছে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছেন, এই অভিযোগ তখন আন্দোলনকারীদের মুখে প্রতিনিয়তই শোনা গিয়েছে। সে সময় বাংলাদেশের রাজপথে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠেছে 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা!' ভারতের পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে, ঢাকাতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিও। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ভারতও বাংলাদেশে তাদের ভিসা কার্যক্রম কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে, একের পর এক বাণিজ্য সুবিধা তুলে নেওয়া হয়েছে, বাতিল হয়েছে নির্ধারিত ক্রিকেট সফরও। সেই পরিস্থিতি থেকে কিছুটা উত্তরণ ঘটলেও, অবস্থা আগের মতো আবার কখনও হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই। দুটো দেশের মানুষেরও একটি অংশের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে পরিমাণে বিদ্বেষ ও আক্রমণ হালে দেখা গেছে, সেটা পুরোপুরি উপেক্ষা করাও হয়ত দুই সরকারের পক্ষেই কঠিন হবে। কারণ দুটো দেশের দুটো শাসক দলেরই অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাধ্যবাধকতাও আছে, বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ঘোষিত মূল কথাও হলো 'বাংলাদেশ ফার্স্ট'। তবে ভারত সরকারের একটি সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা থেকে মনে হচ্ছে, ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুরা চরম নির্যাতিত বলে বাংলাদেশে অনেকেই যে কথা বলে থাকেন, সেই ন্যারেটিভ মোকাবিলার একটা চেষ্টা দিল্লির তরফে দেখা যাচ্ছে। বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে, ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার পদে দেশের একজন সম্মানীত মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে পাঠানো যায় কি না- খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দফতর তা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এই পদের জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ কিংবা একজন অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদের কথা ভাবাও হচ্ছে। একজন সাবেক মন্ত্রী তথা সম্পাদকের কথাও ভাবা হয়েছিল, তবে তিনি নিজেই ওই পদে যেতে ইচ্ছুক নন বলে জানিয়েছেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে সেটা হবে ভারতের জন্য খুব বিরল একটা ঘটনা, কারণ লন্ডন বা ওয়াশিংটনের বাইরে অন্য কোনো রাজধানীতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতের 'রাজনৈতিক নিয়োগ' করার নজির নেই বললেই চলে। যদি শেষ পর্যন্ত তেমন কাউকে ঢাকাতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়, সেটা হয়ত 'টোকেনিজমের' বেশি খুব কিছু হবে না, কিন্তু ভারত যে বাংলাদেশের একটা বড়ো সংখ্যক মানুষের ভাবনাকে সম্মান দিচ্ছে, সেই বার্তাটা অন্তত দেওয়া সম্ভব হবে!

'পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন না মিটলে কিছু হবে না'

ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ শ্রীরাধা দত্ত মনে করেন, বাংলাদেশে যে একটা ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট প্রবলভাবে কাজ করে, সেই বাস্তবতা সম্পর্কে দিল্লিও খুব ভালোভাবেই অবহিত, তবে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেটাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত নন। এর একটা বড়ো কারণ হতে পারে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দিল্লিকে নিয়ে কী ভাবছে, সেটার পরোয়া না করেও ভারতের বেশির ভাগ স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। আসলে শেখ হাসিনার সরকারই যখন ভারতের দিকে সব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন দেশের সাধারণ মানুষ কী ভাবছে, সেটা নিয়ে দিল্লির অত কিছু ভাবার প্রয়োজনই পড়েনি। "ভারত যে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গেও বন্ধুত্বও চায়, তাতে কোনো ভুল নেই, কিন্তু সেখানে কিছু ভারত বিরোধিতাও চিরকাল ছিল, থাকবে।" "এটাকে মেনে নিয়েই দিল্লি ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এসেছে, সেই বিরোধিতাটা তাতে কোনো বাধা হয়নি।" "কিন্তু আগস্ট ২০২৪-এর পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে ভারতকে এটা এখন বোঝাতেই হবে যে, তারা সেই বিরোধী ভাবনাকেও গুরুত্ব দিচ্ছে, অ্যাড্রেস করছে," বিবিসিকে বলছিলেন শ্রীরাধা দত্ত। তবে দিল্লির দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন এলেও, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে বিধানসভা নির্বাচনের পর্ব না মিটলে বাস্তবে তার খুব একটা প্রতিফলন দেখা যাবে না বলেই তার ধারণা। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে বিজেপি প্রবলভাবে জিততে চায় এবং ওই রাজ্যটিকে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' না হতে দেওয়াটা তাদের প্রচারের একটি বড়ো রাজনৈতিক হাতিয়ার, তাই ভারতের শাসক দল তাদের উগ্র বাংলাদেশ-বিরোধী রাজনৈতিক ন্যারেটিভে এখনই কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন আনবে, সেই সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে নির্বাচনের পর ভোট গণনা ৪ মে শ্রীরাধা দত্ত এই কারণেই বিশ্বাস করেন বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লির নীতিতে যা পরিবর্ত হওয়ার, তা এর পরেই হবে।

'সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার তাগিদই **বড়ো** ফ্যাক্টর'

ঢাকায় ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী আবার গোটা বিষয়টিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে চান। তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, "বাংলাদেশে একটা শ্রেণির মধ্যে যে তীব্র ভারত-বিরোধিতা আছে, সেটা তো নতুন কোনো কথা নয়।" "কিন্তু আমার অবাক লাগে যখন এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় যে, ভারত কি এটা বোঝে? আরে, আমরা বুঝবো না কেন, এর মধ্যে তো কোনো রকেট সায়েন্স নেই যে, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে!" ভারতের এই সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদের ধারণা, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো ভারত-বিরোধিতাকে পুঁজি করে রাজনীতি করে থাকে, তারাই এই ধরনের প্রশ্ন তোলে যে, একটি আধিপত্যবাদী শক্তি হিসেবে ভারত বাংলাদেশের জনমতকে অগ্রাহ্য করছে। মি চক্রবর্তীর যুক্তি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই তাদের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাতে দিল্লি ও ঢাকার সম্পর্ক থেমে থাকেনি। তাতে ওঠাপড়া থাকলেও সম্পর্ক কখনোই

স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এখন যেহেতু দুটো দেশেরই পরস্পরের সঙ্গে অনেক স্বার্থ জড়িত আছে এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক খাতে একে অন্যের ওপর নানা ধরনের নির্ভরশীলতা আছে, সেই বাস্তবতাই সম্পর্ককে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করেন মি চক্রবর্তী। "বাংলাদেশে যেমন একটা অংশের মধ্যে ভারত-বিরোধিতা আছে, তেমনি ভারতেও একটা শ্রেণির মধ্যে বাংলাদেশ বিরোধিতা আছে। সেটারও আবার সময়ে সময়ে তীব্রতার ওঠাপড়া আছে।" "কিন্তু তাতে তো এতকাল ব্যবসা-বাণিজ্য, কানেক্টিভিটি, যোগাযোগ কিছুই বন্ধ হয়নি। আমার বিশ্বাস, দুই দেশের সরকার প্রকাশ্যে যাই অবস্থান নিক, উভয়েই সম্পর্কটা স্বাভাবিক রাখতে চায় কারণ এতে তাদের স্বার্থ আছে," বলছিলেন মি চক্রবর্তী।

আওয়ামী লীগ ফ্যাক্টর অস্বস্তির কারণ হবে?

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কে সম্প্রতি একটা বড়ো অস্বস্তির জায়গা হয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দলটির সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রায় ঐতিহাসিক। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সক্রিয় প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক শক্তিই শেখ হাসিনার আমলকে 'ফ্যাসিবাদী' বলে চিহ্নিত করছে আর সেই ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা যেহেতু ভারতেই আশ্রয় পেয়েছেন, তাই তাতে জটিলতা আরো বেড়েছে। এদিকে বাংলাদেশের আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে ঢাকা তাদের কাছে হস্তান্তর করার দাবি জানালেও, ভারত যে সেই অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে না, তা অবশ্য পরিষ্কার। ভারতের সাবেক একজন রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ ওয়াচার সৌমেন রায় অবশ্য মনে করেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের এতদিন যতই ভাল সম্পর্ক থাকুক, সেটা নতুন সম্পর্ক গড়ার পথে বাধা হবে না। "কূটনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বলে যেমন কিছু হয় না, স্থায়ী শত্রু বলেও কিছু হয় না।" "আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল, তার সুফলও আমরা পেয়েছি। এখন বিএনপি ক্ষমতায়, তাদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমরা গড়ে তুলতে চাইব, কারণ বাংলাদেশে আমরা অনেক ইনভেস্ট করেছি, সেটা তো জলে ফেলে দেওয়া যায় না," বিবিসিকে বলছিলেন সৌমেন রায়। দিল্লিতে অনেক পর্যবেক্ষকেরই ধারণা, অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার কারণে তারেক রহমানের বিএনপি সরকারও নিশ্চয়ই ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের দাবি জানাবে, কিন্তু সেটা নিয়ে বাস্তবে তারা বিশেষ জোরাজুরি করবে না। ভারতও অবধারিতভাবে চাইবে বিষয়টি নিয়ে বেশি জলঘোলা না হোক। দিল্লি সফররত বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. হুমায়ুন কবির যে এদিন দিল্লিতে বিজেপি কার্যালয়ে দলের বৈদেশিক শাখার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন, সেটাও কিন্তু এই পটভূমিতেই। এতদিন ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি প্রকাশ্যে এই ধরনের বৈঠক করত শুধু আওয়ামী লীগের সঙ্গেই কিন্তু এখন সেই জায়গা নিয়েছে বিএনপি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানে হামলা বন্ধ করলেও লেবাননে হামলা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ইসরায়েলি বাহিনীর

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা ইরানে হামলা বন্ধ করেছে, তবে লেবাননে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, ইরানে তারা "হামলার একটি পর্যায় শেষ করেছে" এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের "নির্দেশনা অনুযায়ী" এখন যুদ্ধবিরতি পালন করছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের "লঙ্ঘন বা হামলার জবাব দিতে তারা পুরোপুরি প্রস্তুত।" তবে লেবাননে হেজবুল্লাহর বিরুদ্ধে "আইডিএফ নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক স্থল অভিযান অব্যাহত রাখছে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। উল্লেখ্য, যুদ্ধবিরতির আলোচনায় সহযোগিতা করা ইরান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ—উভয়েই বলেছেন, এই চুক্তির আওতায় লেবাননও রয়েছে, যেখানে ইরানের মিত্র হেজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আজ বুধবার সকালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দক্ষিণ লেবাননের টায়ার শহরের বাসিন্দাদের জন্য নতুন একটি সরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করে। এতে বলা হয়, নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবাইকে "অবিলম্বে ঘরবাড়ি ছেড়ে" জাহরানি নদীর উত্তরে চলে যেতে হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

সুপ্রিম কোর্টের স্বতন্ত্র সচিবালয় থাকবে কি না নিষ্পত্তি হবে আপিল বিভাগে : অ্যাটর্নি জেনারেল

সুপ্রিম কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় থাকবে কি না সে বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিলের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল। বুধবার দুপুরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। মঙ্গলবার ১৮৫ পৃষ্ঠার হাইকোর্টের ওই পূর্ণাঙ্গ রায়টি প্রকাশিত হয়। হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রায়ে সুপ্রিম কোর্টের জন্য তিন মাসের মধ্যে স্বাধীন ও পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একইসাথে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের সংশোধনী বাতিল করে বিচারিক আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের পূর্ণ ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সুপ্রিম কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ করা হয়েছিল। এই অধ্যাদেশটি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয়। দুপুরে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, "আমরা যেটা মনে করি যেহেতু আইনগতভাবে,সাংবিধানিকভাবে এই রায়টির মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগ স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, তারা স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ডিরেকশনগুলো দিয়েছেন। এগুলোই কিন্তু সাংবিধানিক প্রশ্ন, আইনি প্রশ্ন যেগুলো সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপিল বিভাগে আপিলের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। আমি মনে করি, এতো বড় একটা সাংবিধানিক বিষয় আপিল বিভাগে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমেই এটা হওয়া উচিত।" তবে, সুপ্রিম কোর্টের পৃথক

সচিবালয় না থাকলে শূন্যতা তৈরি হবে কি না এমন প্রশ্নে তিনি জানান, তিনি মনে করেন না যে শূন্যতা তৈরি হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সন্ত্রাসবিরোধী আইনের বিল সংসদে পাস

'সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০২৬' বিলসহ অন্তবর্তী সরকারের পাঁচটি অধ্যাদেশের বিল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০২৬ অধ্যাদেশের বিল জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধই থাকছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার জন্য ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করেছিল অন্তবর্তী সরকার। পাস হওয়া অন্যান্য বিলগুলোর মধ্যে রয়েছে- 'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইন, ২০২৬', প্রোটেকশন অ্যান্ড কনসারভেশন অব ফিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০২৬', 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি জামালপুর (সংশোধন) আইন, ২০২৬', 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাষণ কর্তৃপক্ষ(সংশোধন) আইন, ২০২৬'।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

আওয়ামী লীগ 'নিষিদ্ধের' সিদ্ধান্ত বিএনপি কেন বহাল রাখলো?

বাংলাদেশে অন্তবর্তী সরকারের সময়ে 'কোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ও তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধের' সুযোগ রেখে যে অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল, সেটিকে এখন বিএনপি সরকারের সময় 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০২৬' হিসেবে জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ১১ মে তারিখে 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯' সংশোধন করে ওই অধ্যাদেশ জারি করে পরদিনই এর ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনগুলোর সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তবর্তী সরকার। এখন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার অধ্যাদেশটি বিল আকারে সংসদে পাস করল। এখন পাস হওয়া বিলটিতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর করার পর গেজেটের মাধ্যমে এটি আইনে পরিণত হবে। ফলে বিএনপির দীর্ঘকালের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা থেকেই গেল এবং বিলটি সংসদে পাসের পর আওয়ামী লীগ সমর্থকরা সামাজিক মাধ্যমে এর সমালোচনা করে এর 'দায়' বিএনপিকে নিতে হবে বলেও মন্তব্য করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সত্যিই কী রাজনৈতিক দল কিংবা দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দায় বিএনপি নিজেই কাঁধে তুলে নিল?

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী বলছেন, বিএনপি বিলটি পাস করে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছে এবং তার মতে, "আওয়ামী লীগকে যদি স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তো দুনিয়ার সব স্বৈরশাসককেই সম্মান করতে হবে।" সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক অবশ্য বলছেন, "বিএনপির এমন পদক্ষেপ ভবিষ্যতেও একই কায়দায় দল বা দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।" তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলছেন, সরকার যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এতে 'দায়'-এর কোনো প্রশ্নই নেই বলে মনে করেন তিনি।

কিন্তু সরকার কি নতুন কিছু যোগ করেছে?

বিলে বলা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলে সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়ে সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফশিলে তালিকাভুক্ত করতে পারবে বা সত্তার যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে।" এতে আরও বলা হয়েছে, "উক্ত সত্তা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে-কোনো প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা বা মুদ্রণ কিংবা গণমাধ্যম, অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অন্য যে-কোনো মাধ্যমে, যে-কোনো ধরনের প্রচারণা অথবা মিছিল, সভা-সমাবেশ বা সংবাদ সম্মেলন আয়োজন বা জনসসক্ষে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করবে।" জাতীয় সংসদে পাস হওয়া 'সন্ত্রাস বিরোধী সংশোধন বিল, ২০২৬'-এ সরকার নতুন করে কিছু যোগ করেনি। বরং অন্তবর্তী সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশটিই শুধুমাত্র নিয়মানুযায়ী সংসদ অনুমোদন করেছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। বিলটি পাসের সময় সংসদে এ নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়ার দাবি করেছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমীর শফিকুর রহমান। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ তিনি পাননি। তবে তার প্রস্তাবের জবাব দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "বিলটি হলো একটি গণত্যাকারী সন্ত্রাসী সংগঠনের নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত সংশোধনী। আগের যে আইন ছিল, সেটা সংশোধনের জন্য। ওনারা (জামায়াত) ও এনসিপির বন্ধুরা সবাই মিলে একটা আন্দোলন করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে মোটামুটি একটা জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে তাদের (আওয়ামী লীগ) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে। এর ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশনে তাদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত হয়ে আছে। সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইসিটি অ্যাক্টে সংগঠনটির বিচারের জন্য সে আইনও সংশোধন করা হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, অন্তবর্তী সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের পর, নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত করেছিল। ফলে গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলটি অংশ নিতে পারেনি। যদিও সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, আওয়ামী লীগ স্বাভাবিক রাজনীতির সুযোগ পেতে পারে- দলটির অনেকেই এমন আশা করছিলেন। এমনকি গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বিভিন্ন জায়গায় বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছেন-এমন প্রচারও আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। বিশ্লেষকরাও অনেকে দলীয় কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞার সমালোচনার করে বলে আসছিলেন যে, কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তিনি বিচারের মাধ্যমে শাস্তি পেতে পারেন। বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শেখ হাসিনাসহ অনেকের বিরুদ্ধে মামলার রায়ও হয়েছে। দলটির বহু নেতা-কর্মী কারগারে আটক আছেন। তবে এখন বিএনপি সরকার অন্তবর্তী সরকারের আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি সংসদে বিল আকারে পাসের পর, এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে, ৭৫ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার কারণে বিএনপি এক সময় নিজেই আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করতো। এখন বিএনপি নিজেই একটি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার দায় কাঁধে নিল কি-না সেই প্রশ্নও উঠছে। অনেকে মনে করেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসে বিএনপি 'রাজনৈতিকভাবে একটি নির্ঝঞ্ঝাট পরিস্থিতি' উপভোগ করছে।

আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাঠে ফিরে না আসলে বিএনপির সামনে 'শক্তিশালী কোনো বিরোধী পক্ষও থাকলো না' বলে মনে করেন তারা। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, আওয়ামী লীগ বিরোধী জনমত এখন তীব্র এবং এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে বিএনপি সরকার কোনো ছাড় দিলে তাকে ঘিরে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি জোট পরিস্থিতি জটিল করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে- এই বিবেচনাতেই আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখতে চাইছে বিএনপি।

অন্যদিকে এমন ধারণাও আছে যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তৃণমূলের ভোটের হিসেব বিবেচনায় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে ফিরলে, সেটি বিএনপির জন্য সুবিধাজনক নাও হতে পারে। যদিও অনেকে এমনও মনে করেন যে, আওয়ামী লীগ ইস্যুতে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে একটি বোঝাপড়া আছে এবং উভয়পক্ষই নিজ নিজ অবস্থান আরও সংহত করার জন্যই দলটিকে এখন আপাতত রাজনীতির সুযোগ দিতে রাজি নয়। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী অবশ্য বলছেন, সরকার শুধুমাত্র পাবলিক সেন্টিমেন্টকেই বিবেচনায় নিয়েছে। "এখনো রক্তের দাগ শুকায়নি। এ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্তবর্তী সরকারের যে সিদ্ধান্ত ছিল, সেটি বহাল রাখাই যৌক্তিক বলে আমরা মনে করি। এখনই যদি আওয়ামী লীগ স্বাভাবিকভাবে থাকে, তাহলে তো দুনিয়ার সব নিষ্ঠুর স্বৈরশাসককেই সম্মানীত করতে হবে। এখানে তাদের বিরুদ্ধে মানুষের এখনো তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। সরকার সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

বিশ্লেষকরা যা বলছেন

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক বলছেন, বিএনপি বিলটি পাস করে আওয়ামী লীগ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে এবং তারা না চাইলে বিলটি পাস হতো না। "একটা দলের নেতা-কর্মী বা সাধারণ সদস্যরা অপরাধ করতে পারে। তার বিচারও হতে পারে। কিন্তু তার জন্য দল বা দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ বহাল রেখে বিএনপি সরকার ভবিষ্যতেও অনেক দল নিষিদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। তার মতে, "আওয়ামী লীগের হাতে বিএনপি নির্যাতিত হয়েছে। এখন কেউ কেউ যদি মনে করে বিএনপিও প্রতিশোধমূলক বা প্রতিহিংসামূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না।" যদিও অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলছেন, একটা দল যদি মানবতাবিরোধী কিংবা গণহত্যার মতো অপরাধ করে, সেই দলের রাজনীতির অধিকার কতটা থাকে? "এখানে বিএনপির দায় নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ যারা জনগণের অধিকার হরণ করেছে, যাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে, তাদের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তটি বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে মনে করি না," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ। অবশ্য তিনি এ-ও বলেছেন যে, "দলটি (আওয়ামী লীগ) এখন হয়ত নিষিদ্ধ থাকছে। হয়ত পরে কখনও পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে, সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যেতেও পারে।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যখন রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর প্ল্যাটফর্ম

মাঠের খেলায় তেমন একটা সাফল্য না থাকলেও, গত দুই যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের ক্রিকেটই ছিল জাতিগত, ধর্মীয় আর দলীয় পরিচয় ভুলে বাংলাদেশি হিসেবে সবার একসাথে উদ্যাপনের অন্যতম উপলক্ষ্য। সেই ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ চারবার পরিবর্তন হয়েছে গত দুই বছরের কম সময়ে। প্রতিবারই এই পরিবর্তনের পেছনে রাজনীতি ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ওপর বিভিন্ন পক্ষের রাজনৈতিক প্রভাব সব সময়ই ছিল। কিন্তু গত দুই বছরে রাজনৈতিক প্রভাবে ক্রিকেট বোর্ডে অস্থিরতা দেখা গেছে। ২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর, নাজমুল হাসান পাপনের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া দিয়ে শুরু। এরপর সভাপতির আসনে বসা ফারুক আহমেদকে নিয়ে নয় মাসের মাথায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন বোর্ডের পরিচালকরা আর অন্তবর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা। ফলস্বরুপ, তড়িঘড়ি করে ফারুক আহমেদকে অপসারণ করা হয় এবং তার জায়গায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি করে। আমিনুল ইসলাম বুলবুল মাস তিনেকের বেশি সময় অনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট থেকে ২০২৫ এর অক্টোবরে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হন, যেই নির্বাচনে রাজনৈতিক 'হস্তক্ষেপ' থাকার অভিযোগ 'প্রমাণিত' হওয়ার কথা উল্লেখ করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তদন্ত কমিটি ওই নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়েছে এবং তামিম ইকবালকে প্রধান করে নতুন অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করেছে।

ক্রিকেট বোর্ডে রাজনীতির প্রভাব

অক্টোবরের বিসিবি নির্বাচন আর সম্প্রতি ঘোষণা করা অ্যাডহক কমিটি গঠনের পেছনে যে পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক পক্ষের প্রভাব ছিল, তা অনেকটাই স্পষ্ট বলে বিশ্লেষকেরা বলছেন। অক্টোবরের ওই নির্বাচন ঘিরে অনেকটা প্রকাশ্যেই দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন আর তৎকালীন ক্রীড়া উপদেষ্টা এনসিপির আহ্বায়ক আসিফ মাহমুদ। নির্বাচনের কিছুদিন আগে প্রেস কনফারেন্স করে 'অনিয়মের' এবং তৎকালীন অন্তবর্তী সরকারের 'হস্তক্ষেপের' অভিযোগ তোলেন তামিম ইকবাল, যেখানে তার সাথে ইশরাক হোসেনসহ বিএনপি সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজন ছিলেন। মজার বিষয় হলো, ওই নির্বাচনের কয়েকদিন আগে তামিম ইকবালসহ বেশ কয়েকজন নিজেদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন, যাদের অনেকেই বিএনপি নেতাদের পরিবারের সদস্য বা বিএনপি সমর্থিত হিসেবে পরিচিত। এবার তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটিতে থাকা এগারোজনের মধ্যে অন্তত চারজন বিএনপি নেতাদের পরিবারের সদস্য রয়েছেন। আমিনুল ইসলাম বুলবুল অবশ্য অ্যাডহক কমিটি ঘোষণার পর রাতেই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন গঠন করা কমিটিকে 'অবৈধ' ও 'আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য' হিসেবে দাবি করেছেন। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) এর হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন তিনি। আবার যেই আসিফ মাহমুদ নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়েছিলেন

বলে অভিযোগ, তিনি তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরই হননি। এর কারণ হিসেবে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, এই তদন্ত বেআইনি ও মন্ত্রণালয়ের 'এখতিয়ার নেই' স্বায়ত্বশাসিত বোর্ডের কার্যক্রমে তদন্ত করার।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলেও কিন্তু আমিনুল ইসলাম বুলবুলের অভিযোগের কারণটা বোঝা যায়। তদন্ত কমিটির ১১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের নবম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রিকেট বোর্ডের 'সংবিধান মৌলিকভাবে যথেষ্ট নয় যাতে স্বাধীন, ন্যায্য ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়' এবং সংবিধানের 'কাঠামোগত দুর্বলতা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে শনাক্তকৃত অনিয়মগুলো ঘটতে সুযোগ পেয়েছে।' অর্থাৎ, তদন্ত কমিটির দাবি অনুযায়ী. নির্বাচনে অনিয়ম হয়ে থাকলেও, তা বিসিবির গঠনতন্ত্র মেনেই হয়েছে, আর সেক্ষেত্রে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করার আগে নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দেওয়া ও নতুন অ্যাডহক কমিটির নিয়োগ কতটা আইনসম্মত হয়েছে, সে প্রশ্ন খুব একটা অযৌক্তিক নয়। আবার অক্টোবরের নির্বাচন বিসিবির গঠনতন্ত্র মেনে অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে যে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হয়েছিল, তাও অনেকটা 'ওপেন সিক্রেট।'

সংসদেও আলোচনা

বিসিবির নতুন অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা এতোটাই সমালোচনা তৈরি করেছে যে সংসদ অধিবেশনেও এ বিষয়ে আলোচনা উঠেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণের বিল নিয়ে আলোচনার সময় সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, বিসিবি 'বাপের দোয়া ক্রিকেট বোর্ডে' পরিণত হয়েছে। এর জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, অন্তবর্তী সরকারের সময় তৎকালীন ক্রীড়া উপদেষ্টা 'ক্ষমতার প্রয়োগ করে সারা বাংলাদেশের জেলা কমিটিকে প্রভাবিত করে' এবং ক্ষমতার প্রয়োগ করে 'একতরফাভাবে' বোর্ডের কমিটি তৈরি করেছিলেন। মি. আহমদ এ-ও বলেন, 'আমরা এখানে কোনো মায়ের দোয়া, বাপের দোয়া করি নাই।' শুধু গত দুই বছরেই নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডে সব সময়ই রাজনীতির প্রভাব ছিল বলে বলছেন একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের ক্রীড়া সম্পাদক তাহমিদ অমিত। তবে অক্টোবরের নির্বাচন ও সম্প্রতি অ্যাডহক কমিটি গঠনের ক্রিকেটারদের ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে বলছিলেন তিনি। "বোর্ডে রাজনীতিকরণ আগে থেকেই ছিল। আওয়ামী লীগ আমলে নাজমুল হাসান পাপন বা তার আগে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন আলী আসগর লবী ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন নিয়েই সভাপতি হয়েছিলেন।" "কিন্তু অক্টোবরের নির্বাচনের আগে যেমন আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে সামনে রেখে নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়েছিলেন অন্তবর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা, এবারও তামিম ইকবালের ইমেজকে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিকেট বোর্ডে প্রভাব তৈরির উদ্দেশ্যে," বলছিলেন তিনি। অ্যাডহক কমিটির প্রধান হিসেবে নাম ঘোষণার পরপরই তামিম ইকবাল ক্রিকেট বোর্ডে যান এবং পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বলেন। এর ফলে বিসিবির পরবর্তী নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হবে বলে বলছিলেন তিনি। "এই বোর্ডটি (অ্যাডহক কমিটি) একটি নির্বাচনকালীন বোর্ড। বলা হয়েছে যে, তিনমাসের মধ্যে নির্বাচন দেবে এই বোর্ড। এই বোর্ডের প্রধান প্রথমদিন বোর্ডে এসেই বললেন যে, তিনি নির্বাচন করবেন। তাহলে অন্য যারা নির্বাচন করবে, তাদের জন্য কি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে?," বলছিলেন তাহমিদ অমিত। এই প্রক্রিয়া বোর্ডে রাজনীতিকরণের 'নতুন ধারা' তৈরি করবে বলে বলছিলেন এই ক্রীড়া সাংবাদিক।

আইসিসি কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

মঙ্গলবার তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ করার সময় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনে অনিয়ম ও তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়টি আইসিসিকে অবহিত করা হয়েছে। অন্যদিকে আমিনুল ইসলাম বুলবুলও তার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে আইসসিসির শরণাপন্ন হবেন তিনি। তবে এই বিষয়ে আইসিসি কোনো পদক্ষেপ নেবে কিনা, তা আমিনুল ইসলাম বুলবুলের অভিযোগ বা ক্রীড়া পরিষদের বক্তব্যের ওপর খুব একটা নির্ভর করবে না বলে মনে করেন ক্রীড়া সাংবাদিক তাহমিদ অমিত। "আইসিসির একটি আলাদা সংস্থা আছে, যারা প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের ক্রিকেটীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। কেউ অভিযোগ না দিলেও তারা নিজেদের মতো করে স্বাধীনভাবে তারা সেসব বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখে।" তবে এই ঘটনায় আইসিসি কোনো পদক্ষেপ নেবে কিনা- তা জানতে আরো অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। উদাহরণ হিসেবে তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের টানাপড়েনের ইতিহাস উল্লেখ করেন। তিনি বলছিলেন, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কমিটি না ভাঙলেও অনেকবার বোর্ডের শীর্ষ পদে পরিবর্তন এসেছে এবং অনেকবারই আইসিসি পদক্ষেপ নেয়নি। কাজেই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আইসিসি কোনো পদক্ষেপ নেবে কিনা, তা ক্রীড়া পরিষদের সাথে আইসিসির সমঝোতার ওপর নির্ভর করে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের যুদ্ধবিরতি ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন লেবাননের প্রেসিডেন্ট

লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ১৫ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে লেবাননকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট আউন বলেন, "এই শান্তি যেন লেবাননের জন্য স্থিতিশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।এই শান্তি প্রক্রিয়া হতে হবে লেবাননের সার্বভৌমত্বের নীতির ভিত্তিতে যেন দেশটি পুরো ভূখণ্ডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরে

পায় এবং যে কোনো দখলদার মুক্ত হয়।" সেইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, "যুদ্ধ বা শান্তি এবং বৈধ শক্তি ব্যবহারের অধিকার কেবল দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও ইরানি ড্রোন হামলার শিকার হওয়ার দাবি কুয়েতের

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর বুধবার সকালে নতুন করে ইরানের ড্রোন হামলার শিকার হওয়ার দাবি করেছে কুয়েত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স এ কুয়েতি সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আজ সকাল ৮টা থেকে কুয়েতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানের শক্তিশালী এক হামলার ঢেউ মোকাবিলা করছে। কুয়েতকে লক্ষ্য করে চালানো ২৮টি ড্রোন প্রতিহত করা হয়েছে।" বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যক ড্রোন ধ্বংস করা সম্ভব হলেও এই হামলায় তেল স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পানি শোধনাগারগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি একটি 'ভঙ্গুর শান্তি' : জেডি ভ্যান্স

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ১৫ দিনের যুদ্ধবিরতিকে একটি 'ভঙ্গুর শান্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য তিনি ইরানকে 'সৎ উদ্দেশ্যে' আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানের সমর্থনে বর্তমানে বুদাপেস্টে অবস্থান করছেন ভ্যান্স। সেখানে তিনি বলেন, "যদি ইরানিরা আমাদের সাথে সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করতে ইচ্ছুক হয়, তবে একটি স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব।" কিন্তু তিনি সতর্ক করে বলেন, "আমরা যে ভঙ্গুর শান্তি স্থাপন করেছি সেটাও যদি তারা বাধাগ্রস্ত করে, তবে তাদের জন্য বিষয়টি সুখের হবে না।" এদিকে, এই আলোচনার মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ জানিয়েছেন, "সব বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আরও আলোচনার জন্য" শুক্রবার ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাবে পাকিস্তান। ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার নেতৃত্ব দেবেন জেডি ভ্যান্স, ইরানি গণমাধ্যমগুলোতে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

ট্রাম্প দয়া দেখানোর পথ বেছে নিয়েছেন, দাবি হেগসেথের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ দাবি করেছেন, "অতিরিক্ত চাপের মুখে" ইরান যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছে। তিনি বলেন, যদি ইরান ওয়াশিংটনের শর্ত প্রত্যাখ্যান করত, তাহলে "পরবর্তী লক্ষ্য হতো তাদের বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেতু, এবং তেল ও জ্বালানি অবকাঠামো"। তার মতে, এতে ইরানের পুনর্গঠনে কয়েক দশক লেগে যেত, তবে দেশটির শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে যে একটি চুক্তিই তাদের জন্য ভালো বিকল্প। তিনি আরও বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে এমন ক্ষমতা ছিল, যা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইরানের পুরো অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে পারত, কিন্তু তিনি করুণা দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে দেওয়া তার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার দুই ঘণ্টারও কম সময় আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রথম যুদ্ধবিরতির কথা জানান।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র 'ঘনিষ্ঠভাবে কাজ' করছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সাথে "ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে" যুক্তরাষ্ট্র। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এ কথা বলেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে কাজ করবে, "একটি অত্যন্ত ফলপ্রসু শাসন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশটি গেছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি।" ইরান আর ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করবে না বলে ট্রাম্প উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র "মাটির গভীরে পুঁতে রাখা সব পারমাণবিক 'আবর্জনা'(বি-২ বোমারু বিমান দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল) খনন করে সরিয়ে ফেলতে" তেহরানের সাথে কাজ করবে। "এটা বর্তমানে এবং আগে থেকেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্যাটেলাইট নজরদারির আওতায় রয়েছে" বলেন ট্রাম্প। তিনি আরো জানান, "হামলার দিন থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কিছুই স্পর্শ করা হয়নি। আমরা ইরানের সাথে শুল্ক এবং নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছি এবং করবো। আমাদের প্রস্তাবিত ১৫টি পয়েন্টের মধ্যে অনেকগুলোতেই ইতোমধ্যে রাজি হয়েছে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানের সামরিক বাহিনীকে "ধ্বংস" করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র : পিট হেগসেথ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন, গত ৪৭ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি ছিল ইরান, কিন্তু "এখন আর সেটি নেই"। পেন্টাগনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা করে তিনি বলেন, তিনি "ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন"। হেগসেথ দাবি করেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই মুহূর্তটি তৈরি করেছেন। এই যুদ্ধবিরতির জন্য আকুল আবেদন করেছে ইরান এবং আমরা সবাই এটা জানি"। অপারেশন 'এপিক ফিউরি' ছিল "ঐতিহাসিক এবং অপ্রতিরোধ্য" বলে দাবি করেন হেগসেথ। "ইরানের সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছে"

মার্কিন বাহিনী, বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। আজকের দিনটিকে "বিশ্ব শান্তির জন্য একটি বড় দিন" বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানে অস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশালে দেওয়া এক পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, যেসব দেশ ইরানে অস্ত্র সরবরাহ করবে তাদের ওপর শুল্ক আরোপ করা হবে। ট্রাম্প লিখেছেন, "যেসব দেশ ইরানে সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করছে, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিক্রি করা যে কোনো এবং সমস্ত পণ্যের ওপর অবিলম্বে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ছাড় বা ব্যতিক্রম রাখা হবে না!" (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের খবর পাওয়া যাচ্ছে

জাহাজ ট্র্যাকিং সংস্থা মেরিন ট্রাফিক জানিয়েছে, ইরান গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হরমুজ প্রণালি অবরোধ করার পর অবশেষে সেখান দিয়ে "জাহাজ চলাচলের প্রাথমিক লক্ষণ" দেখা যাচ্ছে। এই সংস্থাটি জানিয়েছে, দুটি জাহাজ এই প্রণালি অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে একটি গ্রিসের মালিকানাধীন এবং আরেকটি লাইবেরিয়ায় নিবন্ধিত। তবে এখনো এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি বিবিসি। এই প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। যদিও এই রুটের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এখনো অস্পষ্ট, তবে গত রাতে ঘোষিত সাময়িক যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী ইরানকে এখন এই প্রণালি পুনরায় খুলে দিতে হবে। এর আগে পাকিস্তান, ভারত এবং ফিলিপিন্সসহ কয়েকটি দেশ তাদের জাহাজ চলাচলের জন্য ইরানের সাথে বিশেষ চুক্তি করেছিল। তবে অন্যান্য দেশের অনেক জাহাজ এই প্রণালির কাছাকাছি বা উপসাগরের বিভিন্ন স্থানে হামলার শিকার হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ এলিনা)

সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে ঢাকায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রেখেছে চেম্বার জজ আদালত। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের শুনানিতে 'নো অর্ডার' দিয়েছেন চেম্বার জজ মো. রেজাউল হক। এই আদেশের ফলে আনিস আলমগীরের হাইকোর্ট থেকে পাওয়া জামিন বহাল থাকছে বলে জানিয়েছেন মি. আলমগীরের আইনজীবী আসলাম মিয়া। গত ১৪ই মার্চ মি. আলমগীর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান। গতবছরের ১৪ই ডিসেম্বর তাকে ঢাকায় একটি ব্যায়ামাগার থেকে ডিবি কার্যালয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরদিন তার বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার রাত থেকে তিন দিন ইন্টারনেটের গতি কম থাকতে পারে

বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার রাত থেকে তিন দিন ইন্টারনেটের গতি কম থাকতে পারে। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নয় এপ্রিল রাত ১০টা থেকে ১৩ এপ্রিল ভোর ছয়টা পর্যন্ত কুয়াকাটায় স্থাপিত দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল এসএমডব্লিউ-ফাইভে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলবে। এই সময় সিঙ্গাপুরমুখী আন্তর্জাতিক সার্কিটগুলো আংশিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে ইন্টারনেটের ধীর গতি অথবা আংশিক সেবা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প সংযোগ চালু থাকবে বলেও জানিয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি। কক্সবাজারে অবস্থিত দেশের প্রথম সাবমেরিন কেবল এসএমডব্লিউ ফোরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংযোগ সচল রাখার কথা জানিয়েছে এই সংস্থা।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রনি)

ওসমান হাদির সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে সম্মত ভারত: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র নিহত ওসমান হাদির হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেফতার ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ভারতে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বুধবার নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং দেশটির আবাসন, নগর বিষয়ক ও পেট্রোলিয়াম বিষয়ক মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে জানানো হয়, ওসমান হাদীর সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে আবারো অনুরোধ করা হয়েছে। চব্বিশের জুলাইয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এই দুইজনকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া, আলোচনা চলাকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় ভিসা, বিশেষ করে মেডিকেল ও বিজনেস ভিসা আগামী সপ্তাহগুলোতে সহজতর করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রনি)

লেবাননে হামলায় ৮৯ জন নিহত, ৭০০ জনের বেশি আহত: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

লেবানন জুড়ে আজ ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৮৯ জন নিহত এবং ৭০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র রয়টার্সকে জানিয়েছেন। মুখপাত্রটি আরও জানান, দক্ষিণ লেবাননে নিহতদের মধ্যে ১২ জন চিকিৎসাকর্মী ছিলেন। এই তথ্য আসে এমন এক সময়, যখন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) ঘোষণা করেছে- গত মাসে লেবাননে তাদের স্থল অভিযান শুরুর পর এটি ছিল সবচেয়ে বড়ো মাত্রার হামলার ঢেউ। তারা মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে এবং একই সাথে বেশ কয়েকটি এলাকায় হিজবুল্লাহর প্রায় ১০০টি সদর দপ্তর ও সামরিক স্থাপনায়'' হামলা চালানোর তথ্য জানিয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৬ নারগীস)

যুদ্ধবিরতির 'পরিকল্পনা' ফাঁসকারীদের 'প্রতারক' বললেন ট্রাম্প

ইরান যুদ্ধবিরতির জন্য ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছে- এরকম আরো যে-সব খবর ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, সেসব খবর হোয়াইট হাউস আগেই অস্বীকার করেছে। কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে, ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ১০-দফা প্রস্তাবটি মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছে যেটি পৌঁছেছিল, তার থেকে ভিন্ন। এবার ট্রুথ সোশ্যালে সরাসরি এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে তিনি সমালোচনা করেছেন নানা "চুক্তি, তালিকা ও চিঠির," যেগুলো তিনি দাবি করেন- এমন লোকজন ছড়াচ্ছে, যাদের আলোচনার সঙ্গে "কোনো সম্পর্কই নেই''। তিনি লেখেন, "অনেক ক্ষেত্রেই তারা পুরোপুরি প্রতারক, ভণ্ড এবং তার চেয়েও খারাপ।'' তিনি আরও বলেন, "আমাদের ফেডারেল তদন্ত শেষ হলে তাদের দ্রুতই প্রকাশ্যে আনা হবে।'' ট্রাম্প যোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য একটিই প্রস্তাব রয়েছে এবং সেটি বন্ধ দরজার আড়ালেই আলোচনা করা হচ্ছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ট্রাম্প হামলা স্থগিত করেছেন, হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে রাজি হয়েছে ইরান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান অবিলম্বে একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের উপর হামলা স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য ইরানকে তার দেওয়া সময়সীমার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই ঘোষণা এসেছে। এর আগে ট্রাম্প প্রণালি বন্ধ রাখা হলে "আজ রাতে সম্পূর্ণ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে" বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি "দুই সপ্তাহের জন্য ইরানের উপর বোমা হামলা ও আক্রমণ স্থগিত করতে" সম্মত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের কাছ থেকে একটি ১০-দফা প্রস্তাব পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন আলোচনার জন্য একটি "কার্যকর ভিত্তি" হিসেবে এটাকে তিনি দেখছেন। ট্রাম্প আরও বলেছেন, "দুই সপ্তাহের এই সময়সীমা চুক্তিটিকে চূড়ান্ত ও সম্পন্ন করার সুযোগ দেবে।" ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, হামলা বন্ধ করা হলে ইরানের বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষামূলক অভিযান বন্ধ করে দেবে। তিনি আরও বলেন, ইরানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দুই সপ্তাহ ধরে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদে জাহাজ চলাচল করতে পারবে। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই ধারণাটি দিয়েছিলেন। শরিফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় বলেছেন, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের মিত্রদের সঙ্গে লেবাননসহ সর্বত্র অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। তিনি বলেন, চলমান লড়াই বন্ধে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে শুক্রবার ওয়াশিংটন ও তেহরানকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস ইরানি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, দুই সপ্তাহের এই যুদ্ধবিরতি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই অনুমোদন করেছেন।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

ডিজেলের বদলে সৌর পাম্পে বাঁচতে পারে ২৫ হাজার কোটি টাকা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এডিবির গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে ১৩ লাখ ডিজেলচালিত সেচ পাম্প রয়েছে। এগুলো সৌর পাম্পে রূপান্তর করা গেলে বছরে চার লাখ টন ডিজেল সাশ্রয় হবে, যার মূল্য প্রায় ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত ঐ গবেষণায় ২০৩১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থাকে সৌরশক্তিতে রুপান্তরের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠান 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড' ইডকল ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সারাদেশে প্রায় ১৯ হাজার সৌর পাম্প স্থাপনের লক্ষ্য নিয়েছিল। তবে মাত্র তিন হাজার সেচ পাম্পকে সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনা গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সৌর সেচ পাম্প জনপ্রিয় করতে হলে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে এর সংযোগ দরকার।

সৌর সেচ পাম্প নিয়ে কৃষকদের অভিজ্ঞতা

ঝিনাইদহের বালিয়াডাঙ্গার কৃষক নাসির উদ্দিন মন্ডল এমন পাম্প ব্যবহার করেন। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ''আমার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। ২০১৬ সালে ইডকলের সহযোগিতায় আমি পাম্পটি বসিয়েছি। এখনও দারুণ সার্ভিস দিচ্ছে। কেন যে কৃষকরা এটা করে না, আমি বুঝি না। আমি শুধু ধান না, অফ সিজনে মরিচসহ অন্য আবাদও করি।

একেবারেই খরচ কম।" এত সুবিধা থাকার পরও সৌরচালিত সেচ পাম্প জনপ্রিয় না হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ''আমি তো প্রায় ১২ মাসই কিছু না কিছু করি। ফলে আমারটাতে সমস্যা হয় না। কিন্তু যারা এক আবাদে ধান চাষ করে তাদের সমস্যা হয়। অন্যসময় তো এই বিদ্যুৎ নষ্ট হচ্ছে, অপচয় হচ্ছে। এটা জাতীয় গ্রিডে দিতে পারলে অনেক উপকার হতো। কিন্তু কাজটা হচ্ছে না। আবার এটা নিতে গেলে অনেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিতে হয়। এতে অনেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।" একই এলাকার আরেক কৃষক আসাদুজ্জামান মন্ডলও একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

সৌর পাম্পের প্রসার বাড়েনি কেন?

৪০০-৫০০ ওয়াট সক্ষমতার একটি সৌর পাম্পের দাম প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। এই খরচের ৩৫ শতাংশ ঋণ হিসেবে দেয় ইডকল, বাকিটা ব্যাংক গ্যারান্টি এবং কৃষকদের নিজেদের বহন করতে হয়। ঋণের বাইরেও ইডকল সৌর সেচ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ৫০ শতাংশ অনুদান দেয়। তবে আর্থিক সংকট অন্যান্য সংস্থার মতো ইডকলকেও প্রভাবিত করেছে। তাই বিগত বছরগুলোতে বেশ কয়েকবার তাদের সৌর পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে কমিয়েছে ইডকল। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ইডকল ঘোষণা দিয়েছিল, ২০১৬ সালের মধ্যে সারাদেশে তারা ১৮ হাজার ৭৫০টি সৌর পাম্প স্থাপন করবে। এরপর ২০১৮ সালে ইডকল ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ হাজার সোলার পাম্প স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। পরে টার্গেট পূরণ হওয়া সম্ভব না দেখে লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে এবং ২০২৭ সালের মধ্যে মাত্র ১০ হাজার পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে। প্রতিষ্ঠানটি যখন বুঝতে পারে যে, ২০২৭ সালেও এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়, তখন আবারও পিছিয়ে তা ২০৩০ সাল নাগাদ ১০ হাজার ডিজেল পাম্প সোলারে রূপান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নেয়। ইডকলের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নাজমুল হক ফয়সল ডিডাব্লিউকে বলেন, ''প্রথমত আমরা কাউকে ফ্রিতে এটা দেই না। তাহলে তো এটা অনেকেই দাবি করত। এর জন্য লোন প্রয়োজন হয়। জার্মান সরকার থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে আমরা ১ হাজার ৫০০ সোলার পাম্প করেছি। প্রত্যেকটা পাম্প ১০টা ডিজেল চালিত পাম্পকে রিপ্লেস করে। আমরা জার্মান সরকার থেকে ১৫ মিলিয়ন ডলার নতুন ফান্ডিং পেয়েছি। ওই টাকার সঙ্গে অন্য দাতা সংস্থা থেকে আরও কিছু ফান্ড জোগাড় করে আমরা আগামী ৫ বছরে ১০ হাজার পাম্প করার পরিকল্পনা নিয়েছি।"

ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস-এর বাংলাদেশ এর জ্বালানি বিষয়ক প্রধান শফিকুল আলম ডিডাব্লিউকে বলেন, ''সৌর পাম্প না বাড়ার বড় কারণ কৃষকরা সেচ মৌসুম ছাড়া অন্য সময় উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে দিতে পারে না। ফলে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এ কারণে শুধুমাত্র এটাকে জনপ্রিয় করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি এটা তো ফ্রিতে দেওয়া হয় না। যে ৩০ বা ৩৫ শতাংশ টাকা কৃষকদের দিতে হয়, সেটা দেওয়ার সক্ষমতা অনেক কৃষকের থাকে না। অনেক জায়গায় এটা ফ্রিতে করা গেলে ভালো হয়। আমরা একটা গবেষণায় দেখেছি, বোরো মৌসুমে প্রতি বিঘা জমিতে ধান চাষ করতে ৩৫ থেকে ৪০ লিটার ডিজেলের প্রয়োজন হয়। সোলার পাম্পে এই ডিজেল সাশ্রয় করা সম্ভব।" সৌর পাম্প বসানো আরেক সংস্থা ব্রাইট গ্রিন এনার্জি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা দিপাল বড়ুয়া। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ''... সেচ পাম্পের উদ্যোগটা সফল না হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত আমরা যে ধরনের সেচ পাম্প বসাই, সেটা দিয়ে যে পানি পাওয়া যায়, তা ডিজেল চালিত পাঁচটি পাম্পের সমান। এটাতে খরচ পড়ে যায় ৬০ লাখ টাকার মতো। এখন এক মৌসুমে ধান চাষ করে তো এই অর্থ উঠবে না। সরকার যদি জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে এই পাম্পগুলোকে যুক্ত করে তাহলে একটা মিনিমাম চার্জে অফ মৌসুমে তারা বিদ্যুৎ গ্রিডে দেবে। তাহলে এগুলো সাশ্রয়ী হবে। কিন্তু কোনো সরকারের সময়ই বিদ্যুৎ বিভাগ আমাদের এই কাজে সহযোগিতা করেনি।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

ভিসা-সেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের সতর্ক করেছে পশ্চিমা বিশ্বের ১৩ দেশ

যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, জার্মানিসহ পশ্চিমা বিশ্বের ১৩টি দেশ তাদের দূতাবাসগুলো থেকে ভিসাসহ সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ ও কয়েকটি নির্দেশনা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ভিসা, পারমিট ও অন্যান্য কনস্যুলার সেবা গ্রহণে আবেদনকারীদের দাপ্তরিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। ১৩টি দেশের স্বাক্ষর করা এক যৌথ বিবৃতিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো হচ্ছে—যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়াসহ ঢাকায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি দেশের হাইকমিশন–দূতাবাস নিজেদের ফেসবুক পেজে আজ বুধবার বিবৃতিটি প্রকাশ করেছে। ১৩টি দেশের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে অবশ্যই নির্ধারিত সরকারি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। জাল কাগজপত্র ব্যবহার, অবিশ্বস্ত বা লাইসেন্সবিহীন এজেন্টের সহায়তা নেওয়া, কিংবা অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

এ ধরনের অনিয়মের কারণে ভিসাপ্রক্রিয়ায় বিলম্ব, আর্থিক ক্ষতি, সীমান্তে প্রবেশে বাধা ও গুরুতর আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে বলেও যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, কোনো দেশের মিশন বা দূতাবাস কোনো এজেন্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। কাজেই ভিসাপ্রক্রিয়ায় বিশেষ সুবিধা বা প্রভাব বিস্তারের দাবি করে, এমন মধ্যস্থতাকারীদের ওপর নির্ভর না করতে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে

যাচাইকৃত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে সব ধরনের ভিসাসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, এতে সবার জন্য নিরাপদ, স্বচ্ছ ও ন্যায্য আবেদনের প্রক্রিয়া নিশ্চিত হবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ-সংক্রান্ত সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশোধনী বিল পাস

সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তি বা সত্তা এবং তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করে অন্তবর্তী সরকারের আমলে জারি করা সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ অনুমোদন করেছে জাতীয় সংসদ। আজ বুধবার দুপুরে জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত 'সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল' পাস হয়। পাস হওয়া বিলে অধ্যাদেশের বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। অধ্যাদেশের মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সংশোধনী এনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও তার নেতাদের বিচার কার্যসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলটির যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অন্তবর্তী সরকার। এর আগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কোনো সত্তার কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিধান ছিল না। তখন বলা ছিল, কোনো ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলে সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়ে ওই ব্যক্তিকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করতে পারে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে। তবে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধনী এনে সত্তার যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিধান যুক্ত করা হয়। এটিকে আইনে রূপ দিতে আজ জাতীয় সংসদে বিল পাস হলো।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিলটি সংসদে পাসের জন্য উত্থাপন করেন। বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান এ সময় আপত্তি জানিয়ে বলেন, এ–সংক্রান্ত একটি তুলনামূলক শিট তারা তিন থেকে চার মিনিট আগে হাতে পেয়েছেন। এটা পুরো পড়তে পারেননি। এটি অবশ্যই একটি স্পর্শকাতর আইন। আইনটি পাসের জন্য তাদের আরেকটু সময় দেওয়া হোক। জবাবে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, আপত্তি জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময় আপত্তি হলে গ্রাহ্য করতে পারতেন। বিলের এই পর্যায়ে এসে আর আপত্তির সুযোগ নেই। জবাবে বিরোধী দলের নেতা বলেন, দুঃখজনকভাবে শিটটা তো পেয়েছেন এইমাত্র। তখন স্পিকার বলেন, বিষয়টি হয়তো পরে দেখবেন, বিলের এই পর্যায়ে আপত্তির কোনো সুযোগ নেই। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিলটি সংসদে পাস করার প্রস্তাব করেন। এ সময় তিনি বলেন, বিলটি একটি গণহত্যাকারী সন্ত্রাসী সংগঠনের নিষিদ্ধকরণ–সংক্রান্ত সংশোধনী। আগের যে সন্ত্রাসীবিরোধী আইন ছিল, তা সংশোধনের জন্য। বিরোধীদলীয় নেতার নিশ্চয় স্মরণ থাকার কথা, তারা এবং এনসিপির বন্ধুরা সবাই মিলে একটি আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি বাংলাদেশে একটা জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে। সে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে তাদের নিবন্ধনটাও স্থগিত হয়ে আছে। এই আইনের অনুবলে পরবর্তী সময়ে ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইসিটি অ্যাক্টেও পরিবর্তন এনে সংগঠনের বিচারে বিধান যুক্ত করে সেই আইনটাও সংশোধন করা হয়েছে। পরে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়।

বিলে যা আছে...

বিলে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলে সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়ে সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করতে পারবে বা সত্তার যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে। বিলে বলা হয়েছে, উক্ত সত্তা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে-কোনো প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা বা মুদ্রণ কিংবা গণমাধ্যম, অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অন্য যে-কোনো মাধ্যমে যে-কোনো ধরনের প্রচারণা, অথবা মিছিল, সভা-সমাবেশ বা সংবাদ সম্মেলন আয়োজন বা জনসসক্ষে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করবে। বিগত অন্তবর্তী সরকারের আমলে জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৮টি হুবহু এবং ১৫টি সংশোধিত আকারে সংসদে অনুমোদের সুপারিশ করেছিল জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি। বাকি ২০টির মধ্যে ৪টি রহিত করা হয় এবং ১৬টি পরবর্তী সময়ে আরও শক্তিশালী করে নতুন বিল আনার সুপারিশ করা হয়।
যে ১৫টি বিল সংশোধিত আকারে অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছিল, তার একটি সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যদেশ। তবে আজ এ–সংক্রান্ত যে বিল পাস হয়েছে, সেখানে কোনো সংশোধনী আনা হয়নি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

কুমিল্লায় 'ভুয়া' পরোয়ানায় সাংবাদিক গ্রেফতার, ১৮ ঘণ্টা পর মুক্তি

কুমিল্লায় আদালত থেকে পাঠানো ভুল তথ্যের গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে এক সাংবাদিককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছিল পুলিশ। প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর বিচারকের নির্দেশে মুক্তি পান ঐ সাংবাদিক। ভুক্তভোগী সোহরাব হোসেন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ-এর দেবীদ্বার উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দেবীদ্বার থানা থেকে সোহরাব হোসেনকে কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হয়। পরে দুপুর ১২টার দিকে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪ নম্বর আমলি আদালতের বিচারক সায়মা শরীফ নিশাত তাকে তাৎক্ষণিক মুক্তির নির্দেশ দেন। ঐ ঘটনায় আদালতের পেশকার জসিম উদ্দিন ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলোকে বলেন, ''এটা ইচ্ছাকৃত কোনো ঘটনা নয়, যা হয়েছে সেটা ভুলবশত হয়েছে।'' তবে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দিয়েছেন সাংবাদিক সোহরাব হোসেন। গত সোমবার বিকেলে দেবীদ্বার উপজেলা সদর থেকে উপপরিদর্শক

ভবতোষ কান্তি দে-র নেতৃত্বে একদল পুলিশ কুমিল্লার সিআর মামলা নং-৫৭০/২০২৫-এর একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখিয়ে সাংবাদিক সোহরাব হোসেনকে গ্রেফতার করে। সারা রাত থানাহাজতে রাখার পর গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাকে কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হয়। পরে বিচারকের নির্দেশে তিনি মুক্তি পান। সাংবাদিক সোহরাব হোসেন বলেন, ''আমাকে প্রায় ১৮ ঘণ্টা থানায় আটকে রেখে পরদিন আদালতে পাঠানো হয়। আদালতে যাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট আমার কাগজপত্র দেখে জানান, আমার নামে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা নেই। এরপর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'' সোহরাব হোসেন আরো বলেন, ''ভুয়া ওয়ারেন্টের কারণে আমার সম্মানহানি হয়েছে। এ ঘটনায় বিচার চেয়ে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪ নম্বর আমলি আদালতের পেশকার জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। তিনি ঐ পরোয়ানা থানায় পাঠিয়েছেন বলে জেনেছি। আমি তার বিচার দাবি করছি।'' এ বিষয়ে দেবীদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ''এখানে পুলিশের কোনো ভুল হয়নি। ভুলটা হয়েছে আদালত থেকে। সোহরাব হোসেন একটি সিআর মামলার আসামি। তবে তিনি জামিনে আছেন। কিন্তু একই মামলায় অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করতে সোহরাব হোসেনের নামে ভুলবশত ওয়ারেন্ট পাঠানো হয়। বাকিটা আদালতে কর্মরত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভালো বলতে পারবেন।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

ইরানের প্রস্তাব মেনে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি, হরমুজ খুলছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের দেওয়া প্রস্তাব মেনে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া হবে। ট্রাম্প বলেছেন, হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া হলে যুক্তরাষ্ট্র দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে রাজি। হরমুজ খোলার জন্য ট্রাম্প যে চরমসীমা দিয়েছিলেন, তার দুই ঘণ্টা আগে তিনি এই ঘোষণা করেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর তিনি ইরানে দুই সপ্তাহের জন্য বোমা হামলা বন্ধ রাখছেন। তবে ইরানকে হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে, পুরোপুরি খুলে দিতে হবে যাতে জাহাজ সেখান দিয়ে নিরাপদে যেতে পারে। ট্রাম্প বলেছেন, ইরান ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি মনে করেন, এর ভিত্তিতে আলোচনা চলতে পারে। ট্রাম্প বলেছেন, অতীতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতৈক্য হয়েছে। তবে তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইরান ও ইসরায়েল। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ মোজতবা খামেনেই তা অনুমোদন করেছেন বলে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে। বার্তা সংস্থা এপি জানাচ্ছে, ইরানের সুপ্রিম কাউন্সিল জানিয়েছে, তারা দুই সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। সিএনএন উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে। ইসরায়েলের পাবলিক ব্রডকাস্টার জানিয়েছে, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি মেনে চলতে দায়বদ্ধ। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট বলেছেন, দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির ঘোষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জয় হলো, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও মার্কিন সেনার জয় হলো। ইরানের সরকারি মিডিয়া দাবি করেছে, ট্রাম্প ইরানের প্রস্তাব মেনে নিয়ে যুদ্ধ থামাতে রাজি হয়েছেন। ইরানের বিরুদ্ধাচরণ থেকে তিনি সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এটা তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

চার কোটি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় নিয়ে আসা হবে : প্রধানমন্ত্রী

দেশের চার কোটি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে 'ফ্যামিলি কার্ড'-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের দর্শন হলো ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক। বুধবার সকালে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে নোয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য এ এম মাহবুব উদ্দিনের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন-উত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক' এই দর্শনে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে গত ১০ মার্চ দেশের ১০টি জেলা এবং ৩টি সিটি করপোরেশনের ৩৭ হাজার ৮১৪টি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানান, আগামীতে দেশের প্রায় চার কোটি প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত পরিবারকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। নোয়াখালী-১ নির্বাচনি এলাকা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আশা করছি সংসদ সদস্যের নির্বাচনি এলাকার দরিদ্র পরিবারের নারী সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের এই ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

সব উপজেলায় 'মিড ডে মিল' চালুর পরিকল্পনা: প্রধানমন্ত্রী

দেশের সব উপজেলায় মিড ডে মিল চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার সকালে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. সেলিম রেজার প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রথম অধিবেশনের ১১তম দিনে সকালের সেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টিচাহিদা পূরণে পর্যায়ক্রমে সব উপজেলায় স্কুল ফিডিং বা মিড ডে মিল চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী নতুন প্রজন্মকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার উপযোগী করতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে। ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে দেড় হাজার প্রতিষ্ঠানে ফ্রি ওয়াই-ফাই সংযোগ এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জন্য অনন্য ডিজিটাল পরিচয় বা 'এডু-আইডি' প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনি ইশতেহারে মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

তফসিল ঘোষণা: সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা ২১ এপ্রিল, ভোট ১২ মে

ত্রয়োদশ সংসদের সংরক্ষিত ৫০ নারী আসনে ভোটের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ২১ এপ্রিলের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে; বাছাই ২২ এপ্রিল ও ২৩ এপ্রিল এবং প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৯ এপ্রিল এবং ভোট হবে ১২ মে। বুধবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এ তফসিল ঘোষণা করেন। এই নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন ইসির যুগ্মসচিব মো. মঈন উদ্দীন খান। আর সহকারী রিটার্নিং অফিসার করা হয়েছে উপ সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনকে। সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে থাকে বলে এ নির্বাচনে ভোটের আর প্রয়োজন হয় না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে শুরুতেই বিব্রত সরকার

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দেড় মাস পার হয়েছে। এরই মধ্যে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ড সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসক , উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার-ভূমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে সমালোচনার জন্ম দিচ্ছেন। তাদের নৈতিক স্খলন ও দুর্নীতির বিষয়টিও সামনে আসছে। কোনো কোনো কর্মকর্তার আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সরকারের এখনই এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে সবার কাছে একটা বার্তা যায় যে এসব করে অন্তত এ সরকারের আমলে পার পাওয়া যাবে না। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলরা জানিয়েছেন, কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তারা তা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। গুরুতর ক্ষেত্রে কারো কারো বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অনিয়ম করলে কারো বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে তারা কার্পণ্য করবেন না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্যকে গুলি করে হত্যা

খাগড়াছড়িতে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিউটন চাকমা নামে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ এর এক সদস্য নিহত হয়েছেন। তিনি সংগঠনটির প্রসীত গ্রুপের সক্রিয় সদস্য বলে জানা গেছে। বুধবার সকালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের আকবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নিউটন চাকমা রাঙ্গামাটি জেলার মগবান ইউনিয়নের মৃত সোনাধন চাকমার ছেলে। ইউপিডিএফ সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অমল ত্রিপুরা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সকালে নিউটন চাকমা অপর এক সহযোগীকে নিয়ে আকবাড়ি এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এসময় একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হঠাৎ তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে গুলি ছুড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে সঙ্গে থাকা অপর ব্যক্তি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ঘটনাস্থলেই নিউটন চাকমার মৃত্যু হয়। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কায় কিসলু ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

রাজশাহীতে বাড়ছে হাম, আরও তিনজনের মৃত্যু

রাজশাহীতে হাম রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৩ জন সাসপেক্টেড হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে এই রোগে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত এক দিনে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১০ জন রোগী। বর্তমানে হাসপাতালে সাসপেক্টেড হাম নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৩৩ জন। হাসপাতালটির তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত মোট ৪৫২ জন সাসপেক্টেড হাম রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের। রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শংকর কে বিশ্বাস

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হাম পরিস্থিতি মোকাবিলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের টিকার ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা আর লুটপাটের কারণে টিকা ব্যবস্থা কার্যক্রম কার্যকর থাকেনি। তারপরও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। বুধবার জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ১১তম দিনে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার উত্থাপিত জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, যারা গত ৯ মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না, তাদের বেতন পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ৫ এপ্রিল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলাগুলোতে টিকা কার্যক্রম চালানোর জন্য ৩৪ লাখ ৮৩ ডোজ টিকা বিতরণ করা হয়েছে। এক ভয়েলে ১০ ডোজ টিকা দেওয়া যায়। হাম-রুবেলা টিকা ক্যাম্পেইনের জন্য সরকার সর্বমোট ২ কোটি ১৯ লাখ ডোজ টিকা সংগ্রহ করেছে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টিকা আমাদের আছে এবং কোল্ড চেন রক্ষা করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে শিক্ষকের শূন্য পদ ৬০ হাজার ২৯৫: শিক্ষামন্ত্রী

দেশের এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে শিক্ষকের শূন্য পদ ৬০ হাজার ২৯৫টি বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। বুধবার জাতীয় সংসদে এনসিপির সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ'র প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপন করা হয়। হাসনাত আবদুল্লাহর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকারি কলেজে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত প্রভাষক পদের ৬৫৬টি শূন্য এবং সদ্য সরকারি করা কলেজে নন-ক্যাডার প্রভাষক পদের ২ হাজার ৪১০টি শূন্য রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের ১ হাজার ৩৪৯টি পদ শূন্য রয়েছে এবং এমপিওভুক্ত কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১ হাজার ৩৪৪টি শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এমপিওভুক্ত স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে শিক্ষকের শূন্য পদ ৬০ হাজার ২৯৫টি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

মার্চে সীমান্তে অনুপ্রবেশের দায়ে ভারত ও মিয়ানমারের ৩২৬ জন আটক

মাদক পাচার ও চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ১১২ জন এবং সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য ৮২ জন বাংলাদেশি, একই সঙ্গে অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতের ৯ জন ও মিয়ানমারের ৩১৭ জনকে আটক করেছে বিজিবি। গত মার্চ মাসে তাদের আটক করা হয়। বুধবার বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত মার্চ মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে মোট ১৬৫ কোটি ৭৬ লাখ ৭৪ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী জব্দ করেছে বিজিবি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

দেশের সব উপজেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ সরকারিকরণের বিবেচনা রয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

সরকার দেশের সব উপজেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ সরকারিকরণের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে নওগাঁ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ইকরামুল বারী টিপুর এক প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী এ কথা জানান। প্রশ্নোত্তর পর্বে ঐ সংসদ সদস্য জানতে চান—নওগাঁর মান্দা উপজেলাধীন 'মান্দা থানা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ' সহ দেশের সব উপজেলা সদরের একটি করে মহিলা কলেজ সরকারিকরণের কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; যদি থাকে তবে কতদিনের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে? জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার প্রসার এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে দেশের সব উপজেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ সরকারিকরণের বিষয়টি সরকার ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে। একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হওয়ায় এখানে নারীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

প্রাথমিকের দুই লাখ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস দেওয়া হবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। চলতি অর্থবছরেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই লাখ শিক্ষার্থীকে এই সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বুধবার সকালে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. সেলিম রেজার প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রথম অধিবেশনের ১১তম দিনে সকালের সেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. সেলিম রেজা প্রশ্ন রাখেন—আপনার সরকারের আমলে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান, নতুন প্রজন্মকে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমমানের উচ্চশিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি ও দক্ষতায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না এবং থাকলে তা কী কী ? জবাবে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষাকে জাতির শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে এবং একটি গুণগত, জীবনমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। নির্বাচনি ইশতেহারে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করা হয়েছে। সে আলোকে শিক্ষা খাতে ৪৩টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইশতেহারে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস বিতরণ করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার

নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এবং তার প্রতিনিধিদল। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার কাছে এ সফরের বড় অর্জন হিসাবে ধরা দিয়েছে শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যায় ভারতে গ্রেফতার হওয়া আসামিদের দেশে ফেরাতে ভারতের সম্মতি। বুধবার বিকেলে নয়াদিল্লির হায়দারাবাদ হাউসে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বৈঠক সম্পর্কে জানান, বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আরও শক্তিশালী করা এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এক শুভেচ্ছা সফরে দিল্লি রয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তার সঙ্গে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

জুলাই গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা বিল সংসদে পাস

জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) বিল-২০২৬ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। বুধবার জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। পরে তা সর্বসম্মতভাবে কণ্ঠভোটে পাস হয়। সংসদে পাস হওয়া 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬' বিলের মাধ্যমে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে করা সব ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা এবং আইনি কার্যধারা প্রত্যাহারের পথ প্রশস্ত হলো। আইন অনুযায়ী, নির্ধারিত বিধান অনুসরণ করে এসব অভিযোগ বাতিল করা হবে। এছাড়া এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো মামলা বা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ আইনত বাধা হিসেবে গণ্য হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থায়ী অস্ত্রবিরতিকে স্বাগত জানালো বাংলাদেশ

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের অস্থায়ী অস্ত্রবিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। সরকার মনে করছে, এটি অঞ্চলটিতে উত্তেজনা কমানোর দিকে একটি উৎসাহজনক অগ্রগতি। বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ আশা করছে সংঘর্ষে যুক্ত সব পক্ষ অস্ত্রবিরতি মেনে চলবে। তারা এই সুযোগ ব্যবহার করবে স্থায়ী ও টেকসই সমাধানের জন্য, যাতে পুরো অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। সব বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সমাধান করা যায় এবং করা উচিত- এমনটাই মনে করে বাংলাদেশ। তবে বিবৃতিতে কোথাও যুক্তরাষ্ট্র বা ইরানের নাম উল্লেখ করেনি বাংলাদেশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

ক্লিয়ারেন্স পেলে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে লাখ টন তেলবাহী জাহাজ

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতে যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশেও জ্বালানি নিয়ে কিছুটা স্বস্তির হাওয়া বইছে। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরানের নিষেধাজ্ঞায় হরমুজ প্রণালি দিয়ে আসতে না পেরে এক লাখ টন ক্রুড নিয়ে আটকে রয়েছে 'নর্ডিক পোলাক্স' ট্যাংকার জাহাজ। ক্লিয়ারেন্স পেলেই জাহাজটি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর মাহমুদুল মালেক। বুধবার দুপুরে চট্টগ্রামে বিএসসির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ আসাদ)

ঢাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঢামেক চিকিৎসকদের হাতাহাতি, বন্ধ জরুরি বিভাগ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাবির এক শিক্ষার্থীকে মারধরকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বিকেলে ঢাবির অমর একুশে হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ও ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের বোটানি বিভাগের ছাত্র সানিম ঢামেকের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসেন। দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র দেন। তবে ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ঔষধ হাসপাতালের সরবরাহে না থাকায় বাইরে থেকে কিনে আনতে বলা হয়। পরে ঐ শিক্ষার্থী কয়েকজন সহপাঠীকে নিয়ে হাসপাতালে ফিরে এসে

চিকিৎসকদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তাদের অভিযোগ ছিল, নির্ধারিত ঔষধ বাইরে পাওয়া যাচ্ছে না। একপর্যায়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনাও ঘটে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

বাজারে সয়াবিন তেল উধাও, দাম বাড়াতে চাপ কোম্পানিগুলোর

বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেল সরবরাহ একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে দেশের ভোজ্যতেল সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো। এর মধ্যে তারা সরকারের কাছে প্রতি লিটার তেলের দাম ১২ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। এ দফায় দাম না বাড়ালে সরবরাহ আর স্বাভাবিক করা হবে না—খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের এমন কথাও বলেছে ঐসব সরবরাহকারী কোম্পানির প্রতিনিধিরা। বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জনগণকে জিম্মি করে তেলের দাম বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে কোম্পানিগুলো। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্র জাগো নিউজকে জানিয়েছে, রোববার এ নিয়ে মন্ত্রণালয় বসতে যাচ্ছে কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এর মধ্যেই মন্ত্রণালয় বিশ্ববাজারে তেলের দামের বিশ্লেষণ করেছে। তাতে উঠে এসেছে, বর্তমান দামই বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ফলে তেলের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

সংকটে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, নিষ্ক্রিয় বন বিভাগ

৩০ বছর আগে ১৯৯৬ সালে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার লাউয়াছড়াকে ঘোষণা করা হয় 'জাতীয় উদ্যান'। তবে বিভিন্ন কারণে স্বকীয়তা হারাচ্ছে ১২৫০ হেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ এ বন। মূল্যবান গাছ, বাঁশ ও বেত চুরি এখন নিত্য ঘটনা। আগের চেয়ে কমে গেছে বনের ঘনত্ব। দখল হয়েছে অনেক বনভূমি। কমে এসেছে প্রাণীদের সংখ্যা। দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। নিয়ন্ত্রণ নেই সড়ক ও রেলপথের। এমনকি বনের সীমানা কতটুকু, তাও জানা নেই বন বিভাগের। সব মিলিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও বাস্তবে লাউয়াছড়া বন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বন বিভাগ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

কোন কোন স্কুলে অনলাইনে ক্লাস, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নির্বাচিত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন ও অফলাইন ক্লাসের সমন্বিত (হাইব্রিড) পদ্ধতি চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট, তীব্র যানজট ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতা বিবেচনায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সব স্কুলে একযোগে নয়, বরং যেসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা রয়েছে; যেমন- ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এসব স্কুলে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে, যাতে জ্বালানি সাশ্রয়, যানজট কমানো এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়' বিষয়ক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজধানীতে অনেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত গাড়িতে স্কুলে যাতায়াত করে, যা প্রতিদিন বিপুল জ্বালানি অপচয় ও যানজট সৃষ্টি করে। করোনাকালে হঠাৎ করে অনলাইন শিক্ষায় যেতে হয়েছিল, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

এপ্রিলের ৭ দিনেই রেমিট্যান্স এলো ১০ হাজার ৪০ কোটি টাকা

চলতি বছরের মার্চে বৈশ্বিক রেমিট্যান্স প্রবাহ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ঐ মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে পাঠিয়েছেন ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে একক কোনো মাসে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এর আগে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২৫ সালের মার্চে ৩ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলার এবং একই বছরের ডিসেম্বরে ৩ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স প্রবাহের এই ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে চলতি এপ্রিল মাসেও। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে, এপ্রিলের প্রথম সাতদিনেই প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ৮৩ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে) যার পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৪০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ৬৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার। সে হিসাবে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার বা ২ হাজার ২৮১ কোটি ৪০ লাখ টাকা বেশি এসেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

ফ্যামিলি কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে বিধবাকে ধর্ষণ

ফরিদপুরে ফ্যামিলি কার্ড ও বিধবা ভাতা কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে আবাসিক হোটেলে নিয়ে এক নারীকে (৪৩) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী। ঘটনার পর ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস (ওসিসি) সেন্টারে চারদিন চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে বাড়িতে রয়েছেন ঐ নারী। গত দুই এপ্রিল এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী নারী ফরিদপুর পৌরসভার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সুজন শেখ (৩৫) শহরের পশ্চিম আলীপুর এলাকার মৃত হালিম শেখের ছেলে। স্থানীয় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে তার সখ্য রয়েছে বলে স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি নিশ্চিত করেছেন। বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুরে ভুক্তভোগী নারীর বাড়িতে দেখা যায়, একটি জরাজীর্ণ ছোট্ট টিনের

ছাপরা ঘরে তার বসবাস। ঘরে নেই তেমন কোনো আসবাবপত্র। টিনের চালার ওপরে টানানো রয়েছে প্লাস্টিকের বস্তাসহ পলিথিন। বৃষ্টি নামলেই পানি পড়ে। এ ঘরটিতেই একমাত্র ছেলেকে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তিনি। এসময় কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন ঐ নারী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের অবসানে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান ড. ইউনূসের

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে জরুরি ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিশ্বনেতাদের প্রতি দৃঢ় আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ বিষয়ে বুধবার (৮ এপ্রিল) দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, এরই মধ্যে যুদ্ধের ক্ষতে জর্জরিত বিশ্বকে এই চলমান সংঘাত আরও গভীর অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা আজ মানবতার এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। যেখানে বেসামরিক নাগরিক, বিশেষ করে শিশুরা প্রাণ হারাচ্ছে। বাড়ি-ঘর, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হচ্ছে এবং মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো উপেক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এটি কোনো আঞ্চলিক সংকট নয়; এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য এক গভীর নৈতিক চ্যালেঞ্জ। এই যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় মূল্য দিচ্ছে দরিদ্র দেশগুলো। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন আরও বিপন্ন হয়ে উঠছে। মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, সাহস, সহমর্মিতা ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বৈশ্বিক ঐক্য গড়ে তোলা এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। বিশ্বনেতাদের এই পৃথিবীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখতে দৃঢ় ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সামরিক উত্তেজনার পরিবর্তে কূটনৈতিক সংলাপকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে বিএনপি খোঁড়া যুক্তি দিচ্ছেঃ সুজন সম্পাদক বদিউল

জুলাই সনদে নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে বিএনপি খোঁড়া যুক্তি দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেছেন, জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে যে গণভোট হলো সেটি জনগণ অনুমোদন করেছে। যা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে গড়িমসি হচ্ছে। কতগুলো খোঁড়া যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া অডিটোরিয়ামে 'অধ্যাদেশ বাতিল এবং গণভোট অস্বীকারের রাজনীতি: সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের যুগে বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা বলেন ড. বদিউল। সুজন সম্পাদক বলেন, যেমন একটা যুক্তি দিচ্ছে, এটা সংবিধানে নেই। কিন্তু আমরা যদি ১৯৯০ সালের দিকে তাকাই, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সাহেব যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিলেন সেটা কোন সংবিধানে ছিল এবং তিনি যে আবার ফেরত গেলেন সেটিই বা কোন সংবিধানে ছিল। এটার জন্য কি কোনো ঐক্যমত ছিল, হ্যাঁ ঐক্যমত ছিল কয়েকটা দলের মধ্যে। জাতীয় পার্টি তখন দল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই ঐক্যমতের মধ্যে ছিল না। তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে এটি আনা হয়েছে। ওই রূপরেখা স্বাক্ষরিত ছিল না, কিন্তু এটা হয়ে গেছে। কারণ জনগণের কল্যাণে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মনে করেছে এটা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে

সুপ্রিম কোর্টের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। বুধবার (৮ এপ্রিল) নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আপিল করার সিদ্ধান্তটি জানান। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, হাইকোর্ট যখন কোনো মামলা নিষ্পত্তি করেন এবং সে নিষ্পত্তির পরও যদি সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত থাকে সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দেন। এই রায়ের মধ্যে হাইকোর্ট নিজেই বলেছেন সাংবিধানিক প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা জড়িত। যেহেতু হাইকোর্ট রায়ে এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাই আমরা এটা সরাসরি আপিল করবো। যত দ্রুত সম্ভব আমরা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবো। তিনি বলেন, এখানে আরেকটা বিষয় জরুরি সেটা হচ্ছে- যেহেতু হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে। সেহেতু আমাদের অভিমত হচ্ছে হাইকোর্টের এই রায়ের কার্যকারিতাটা এখন (হাইকোর্টের রায়) থেকেই আসছে না। সর্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত বিবেচনার পরেই রায়ের কার্যকারিতা আসবে বলে আমি মনে করি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

হাদি হত্যার আসামি ফয়সাল করিমের অস্ত্র মামলার রায় বৃহস্পতিবার

রাজধানীর আদাবর থানার বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটির একটি বাসা থেকে গ্রেফতার ফয়সাল করিম মাসুদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অস্ত্র আইনের মামলার রায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) ঘোষণার জন্য দিন ধার্য রয়েছে। ফয়সাল করিমই ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যা মামলার প্রধান আসামি। মামলাটির শুনানি শেষে রোববার (৫ এপ্রিল) ঢাকার একটি আদালত রায় ঘোষণার জন্য এ দিন ধার্য করেন। অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলাটি আগামীকালের কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) আদালতের কজলিস্ট থেকে এ তথ্য জানা যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

ঢামেক জরুরি বিভাগ চালু, জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ‘শাটডাউন’

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সেবা চালুর ঘোষণা দিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা। বুধবার (৮ এপ্রিল) রাত পৌনে ৯টার দিকে ইন্টার্ন চিকিৎসক দীপ্ত নুর কল্লোল এ ঘোষণা দেন। দীপ্ত নুর কল্লোল বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ফের জরুরি বিভাগ বন্ধ বা কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করা হবে। এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাবির এক শিক্ষার্থীকে মারধরকে কেন্দ্র করে ঢাকা মেডিকেলের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সঙ্গে ঢাবি শিক্ষার্থীদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এতে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সেবা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

গভীর সংকটে বাংলাদেশের অর্থনীতি, দ্রুত সংস্কারের তাগিদ বিশ্বব্যাংকের

টানা তিন বছর মন্থর প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে দিশাহারা হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। এর ওপর মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতজনিত বৈশ্বিক প্রতিকূলতা এ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এ অবস্থায় স্থিতিশীলতা ফেরাতে দ্রুত সংস্কারের তাগিদ দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বুধবার (৮ এপ্রিল) আগারগাঁওয়ে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট’ প্রতিবেদনে দেশের অর্থনীতির এই উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার, প্রবৃদ্ধি টেকসই করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অবিলম্বে সাহসী ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রয়োজন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

ভিসা সহজ করার আশ্বাস ভারতের, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইলো বাংলাদেশ

বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সহজ করার আশ্বাস দিয়েছে নয়াদিল্লি। একই সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দুজনকে প্রত্যর্পণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছে ঢাকা। বুধবার (৮ এপ্রিল) নয়াদিল্লিতে দু’দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও ড. এস জয়শঙ্করের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বৈঠকে জ্বালানি সহযোগিতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু’দেশের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, বুধবার ড. খলিলুর রহমান নয়াদিল্লিতে ড. এস. জয়শঙ্কর এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

ইসরায়েলের হামলায় ধ্বংসস্তূপ লেবানন, নিহত ২৫৪

ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে লেবাননকে রীতিমতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে ইসরায়েল। এতে অন্তত ২৫৪ জন নিহত এবং ১ হাজার ১৬৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে লেবাননের সিভিল ডিফেন্স।

আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা রেড ক্রস বলেছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের হামলা ‘বিধ্বংসী’ এবং তারা এতে ‘ক্ষুব্ধ’। সংস্থাটির লেবানন প্রধান অ্যাগনেস ধুর জানান, কোনো কার্যকর পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই ব্যস্ত জনপদ, বিশেষ করে বৈরুতে ভারী বিস্ফোরক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বহু মানুষ যারা ঘরে ফেরার আশা করছিল, তারা এখন রাস্তায় ও হাসপাতালে ছুটছে।

হামলার সময় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করা শেষ সেতুটিও ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েল। এটি লিতানি নদীর ওপর অবস্থিত ছিল। এর ফলে নদীর দক্ষিণের এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা ওই অঞ্চলকে ‘বাফার জোন’ হিসেবে নিয়ন্ত্রণে নিতে চায়। সেখানে হাসপাতাল ও বিদ্যুৎকেন্দ্রেও হামলা চালানো হয়েছে। ফলে হাজারও বেসামরিক মানুষ খাদ্য ও ওষুধ সংকটে ভুগছে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলায় লেবাননে মার্চের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১১ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। নতুন হামলার পর এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তারা উত্তর ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতির পর এটি তাদের প্রথম বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬)

জ্বালানি সংকটে ঢাকার সড়কে কমেছে গণপরিবহন, নাগরিক ভোগান্তি চরমে

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বই জ্বালানি নিয়ে বিপাকে পড়েছে। প্রভাব এসে পড়েছে দেশের জ্বালানি খাতেও। সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় রাজধানীসহ সারা দেশের তেলের পাম্পগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা। অনেক পাম্প বন্ধ হয়ে গেছে, আবার যেগুলো খোলা আছে সেগুলো থেকে জ্বালানি নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে বিভিন্ন যানের চালকদের। প্রায় এক মাস ধরে চলা এই অচলাবস্থার বিরূপ প্রভাব এসে পড়েছে রাজধানীর

সড়কে। চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ না পেয়ে অর্ধেক গণপরিবহন সড়কে নামিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মালিক-শ্রমিকরা। এতে চলাচলকারী সীমিত সংখ্যক গণপরিবহনের ওপর চাপ বেড়েছে যাত্রীর। বিশেষ করে অফিসের শুরু ও শেষ সময়ে যাত্রীর অতিরিক্ত চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাসের অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময় মিলছে না। আবার বাস পেলেও আসনের কয়েকগুণ বেশি যাত্রী ওঠায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে ঘুরে ও পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

বছরের প্রথম ৩ মাসে সড়কে ২৩১ শিশু-কিশোর নিহত

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ—এই তিন মাসে দেশের বিভিন্ন সড়কে দুর্ঘটনায় অন্তত ২৩১ জন শিশু-কিশোর নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সড়ক ও পরিবহন খাতে অব্যবস্থাপনা এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাবকে এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'সেবা বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন'-এর এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) সংগঠনটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ১১টি জাতীয় দৈনিক, ১৩টি জাতীয় ও আঞ্চলিক অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহত শিশুদের মধ্যে ১১৩ জন (৪৮.৯১ শতাংশ) বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী, চালক বা সহকারী হিসেবে নিহত হয়েছে। পথচারী হিসেবে যানবাহনের চাপা বা ধাক্কায় নিহত হয়েছে ১১৮ শিশু। পথচারী শিশুদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে থ্রি-হুইলার ও নসিমন-ভটভটির সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি (৪৯ জন, ৪১.৫২ শতাংশ)।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

অনলাইন ক্লাসের পক্ষে নন শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা

জ্বালানি সংকটের কারণে অনলাইন ও অফলাইনে সমন্বয় করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস চালুর পরিকল্পনা করছে সরকার। এ নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তিনজন মতামত দেন। কয়েকজন অভিভাবক ও শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদও এ বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা তাদের মতামতে স্পষ্টভাবে অনলাইন ক্লাস চালু না করার পক্ষে মত দেন। শিক্ষকরাও অনলাইন ক্লাসের নানান সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

বিসিএসে শূন্যপদের চেয়েও কম পাস, চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। এতে তিন হাজার ৬৩১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবে এই বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে শূন্যপদের সংখ্যা তিন হাজার ৬৬৮ জন। অর্থাৎ, শূন্যপদের চেয়ে ৩৭ জন কম প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় পাস করে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হয়েছেন। চাকরিপ্রার্থীরা বলছেন, মৌখিক পরীক্ষা দিয়েও অনেক প্রার্থী বাদ পড়েন। সেখানে শূন্যপদের চেয়েও লিখিত পরীক্ষায় কম পাস করানোয় অসংখ্য পদ শূন্য থেকে যাবে। কয়েক বছর সময় নিয়ে একটি বিসিএস শেষ করে পিএসসি। অথচ নিয়োগযোগ্য পদ শূন্য রেখে প্রার্থীদের বঞ্চিত করা হয়। মূলত দ্রুত বিসিএস শেষ করতে কৌশলে কম প্রার্থীকে প্রিলি ও লিখিত পরীক্ষায় পাস করানোর পথে হাঁটছে পিএসসি। তবে বিষয়টি অস্বীকার করেছেন পিএসসির কর্মকর্তারা। সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটি বলছে, যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী না পাওয়ায় বেশিসংখ্যক চাকরিপ্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচিত করা সম্ভব হয়নি। শূন্যপদগুলো পরবর্তী বিসিএসের বিজ্ঞপ্তির সময় সমন্বয় করা হবে। পিএসসি সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ২৮ নভেম্বর ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য ক্যাডারের পদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৮৭। আর নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ২০১। এ বিসিএস থেকে মোট তিন হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

আসিফ নজরুল ও তার পিএসের 'দুর্নীতি' অনুসন্ধানে দুদকে আবেদন

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও তার একান্ত সচিব (পিএস) শামসুদ্দিন মাসুমের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) আবেদন করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ২৮২ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে বদলি করে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঘুস লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার (অনুসন্ধান) বরাবর এই আবেদন জমা দেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম সারোয়ার হোসেন। আইনজীবী নিজেই জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে কমিশন না থাকায় এই আবেদনের বিষয়ে দুদক কর্মকর্তারা কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি। ঐ আইনজীবীর আবেদনে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন সাব-রেজিস্ট্রার বদলি ও পদায়নে ব্যাপক অনিয়ম, ঘুস লেনদেন ও নীতিমালা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে সাব-রেজিস্ট্রারদের পছন্দের কর্মস্থলে বদলি দিতে জনপ্রতি ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুস নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এতে মোট লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা হতে পারে বলে

আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়। এতে বলা হয়েছে, নিবন্ধন অধিদপ্তরের ৪০৩ জন সাব-রেজিস্ট্রারের মধ্যে অন্তত ২৮২ জনকে বদলি করা হয়। যার মধ্যে অন্তত ২০০ জন ঘুসের মাধ্যমে পছন্দের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বদলি নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের খবর গুজব: আতিকুর রহমান রুমন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর সঠিক নয় বলে নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। এ বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বুধবার (৮ এপ্রিল) অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জাগো নিউজকে বলেন, সম্প্রতি প্রচারিত এসব প্রতিবেদন ভিত্তিহীন ও গুজব। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর সংক্রান্ত কোনো নির্ধারিত কর্মসূচি বর্তমানে নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৪.২০২৬ রিহাব)

BBC

IRAN CEASEFIRE DEAL GIVES TRUMP A WAY OUT OF WAR - BUT AT A HIGH COST

In the end, cooler heads prevailed – at least for now. At 18:32 Washington time, President Donald Trump posted on his social media website that the US and Iran were "very far along" with a "definitive" peace agreement and that he had agreed to a two-week ceasefire to allow negotiations to proceed. It wasn't exactly the last minute, but with Trump's looming 20:00 EDT (00:00 GMT on Wednesday) deadline to reach a deal or the US would launch massive strikes against Iranian energy and transportation infrastructure, it came pretty close. All of this is contingent on Iran also suspending hostilities and fully opening the Strait of Hormuz to commercial shipping traffic, which the regime says it will do, while insisting it still exerts "dominion" over the waterway. The deal allowed Trump to extricate himself from what was shaping up to be a treacherous choice – either escalating with his promise that a "whole civilisation will die tonight" or backing down and undermining his credibility. The US president may have only bought himself a temporary reprieve, however.

(BBC Web page : 08.04.2026 Ali Ahmed)

IRAN WAR PAUSE IS WELCOME BUT THE ECONOMIC SCARS WILL LAST: FAISAL

For most of the past six weeks, we have brought you maps of a gummed-up Strait of Hormuz. Approximately 800 ships are believed to have been stuck in the Gulf, many transporting oil and gas, and have been unable and unwilling to exit onto the open seas. During that time, there has been a direct line from the world's biggest traffic jam to rising petrol and diesel prices, higher airfares and swelling mortgage rates around the globe. Many countries are also dependent on these waters for significant supplies of other petrochemical products, made at the refineries in the region. These include jet fuel, diesel, fertiliser ingredients and industrial products such as helium, essential for microchip manufacture. The good news is that the overnight ceasefire pauses any further escalation of the conflict, and provides a pathway for deescalation and peace. This is why the markets have responded positively with 15% falls in the market price of oil and gas and a rally in stock markets. However, there are many reasons for caution about the economic impact at this delicate moment. There are different accounts about the basis for negotiations from Iran, the US, and Israel.(BBC Web page : 08.04.2026 Ali Ahmed)

WHAT WE KNOW ABOUT THE TWO-WEEK CEASEFIRE BETWEEN THE US AND IRAN

Iran and the US have agreed to a conditional two-week ceasefire, during which shipping traffic will be allowed through the Strait of Hormuz. This comes more than a month after the US and Israel launched co-ordinated attacks on Iran, and hours after US President Donald Trump threatened "a whole civilisation will die tonight" if Iran did not reopen the Strait. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, who has been mediating negotiations, said early on Wednesday that the ceasefire was effective immediately. Here's what we know so far about the deal.

What have the US and Iran said?

Trump said he had agreed to "suspend the bombing and attack of Iran for a period of two weeks" if Tehran agrees to reopen the Strait of Hormuz, a vital shipping route for oil and other exports from the Gulf. In a post on Truth Social, Trump said he agreed to the provisional ceasefire because "we have already met and exceeded all military objectives". This comes after he earlier warned the US could take Iran out "in one night" and that a

"whole civilisation will die tonight, never to be brought back again" - threats that drew condemnation from UN Secretary General António Guterres and Pope Leo XIV.
(BBC Web page : 08.04.2026 Ali Ahmed)

HOW PAKISTAN HELPED SECURE A FRAGILE CEASEFIRE BETWEEN US AND IRAN

In the hours before the two-week ceasefire between Iran and the US was announced, there were some small signs of hope from Pakistan. Speaking anonymously, a Pakistan source told the BBC that the talks continued "at pace", with Pakistan operating as an intermediary between Iran and the US. Those conducting the negotiations from Pakistan's side consisted of "a very small circle" and that the mood was "sombre and serious but still hopeful that a cessation of hostilities will be the outcome. There are a few hours left." The source said they were not part of that small circle. Pakistan has acted as an intermediary between Iran and the US over the last few weeks, passing messages between the two. It has a historic relationship with Iran, a shared border and regularly refers to its "brotherly" relationship with the country. As for the US relationship, President Trump has referred to the head of Pakistan's armed forces, Field Marshall Asim Munir, as his "favourite" Field Marshall and said that he knows Iran "better than most".(BBC Web page : 08.04.2026 Ali Ahmed)

ISRAEL CARRIES OUT LARGE WAVE OF AIR STRIKES ACROSS LEBANON

The Israeli military has carried out a large wave of air strikes across Lebanon, with reports of a high number of casualties across the country, hospitals overwhelmed and people believed to be under the rubble of collapsed buildings. Israel described it as the largest wave of air strikes in this conflict, hitting more than 100 of what it called Hezbollah command centres and military sites in 10 minutes. Attacks hit the southern suburbs of Beirut, southern Lebanon and the eastern Bekaa Valley. This happened hours after the office of the Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, denied the assertion by Pakistan, which helped mediate a ceasefire between the US and Iran, that the deal also covered the devastating conflict here. Across Lebanon, more than 1,500 people have been killed, including 130 children. More than 1.2 million people have been displaced - one in five of the population - most of them from Shia Muslim communities in the south, the eastern Bekaa Valley and the southern suburbs of Beirut, areas where Hezbollah holds sway.
(BBC Web page : 08.04.2026 Ali Ahmed)

STARMER SAYS A LOT OF WORK REMAINS TO MAKE US-IRAN CEASEFIRE HOLD

Sir Keir Starmer has said there is "a lot of work to do" to make the two-week ceasefire between Iran and the US hold and to reopen the Strait of Hormuz. The prime minister arrived in Saudi Arabia on Wednesday as he visits Gulf allies to discuss diplomatic efforts to support and uphold the agreement. He said fully reopening the vital shipping route to restore oil and gas supplies would help "stabilise" prices in the UK. The ceasefire comes after US President Donald Trump threatened "a whole civilisation will die" if Iran did not agree to end the war and unblock the Strait of Hormuz - comments that led Downing Street to call again for "de-escalation". Sir Keir said there is a sense of "relief" following the ceasefire but he acknowledged it is "early days". His remarks came as Iranian media reported that oil tankers have stopped passing through the Strait, as Israel said it had hit Lebanon with the "biggest strikes" since its ground operation began.(BBC Web page : 08.04.2026 Ali Ahmed)

CAMEROON 'MILITARY CONTRACTORS' KILLED IN RUSSIA-UKRAINE WAR

Sixteen Cameroonians have been killed fighting for Russia in Ukraine, the BBC has confirmed after a foreign ministry source verified that a recently leaked diplomatic note circulating on social media about the deaths was authentic. The government has faced criticism over its prolonged silence on the issue - and this marks the first recognition of the involvement of its nationals in the conflict. A recent report by All Eyes on Wagner, a group that investigates mercenary activities worldwide, said 94 Cameroonians had died in the war between 2023 and 2025. The leaked note - from the Cameroon's foreign ministry to the Russian embassy - describes the 16 who had died as "military contractors". Attempts to contact the Russian embassy about the note, which was dated 5 March, were unsuccessful. Ukrainian intelligence estimates that more than 1,700 individuals from 36 African nations have been recruited to fight for Russia.(BBC Web page : 08.04.2026 Ali Ahmed)

:: The End ::